আখ্যান মঞ্জরী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

প্রকাশকের বক্তব্য

আখ্যান মঞ্জরী এর আগে তিনটি আলাদাভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। আলাদা ভাগে এই গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। অথচ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কাহিনীগুলির সাহিত্য মূল্য আজও অপরিসীম। বিশেষ করে কিশোরদের একদিকে যেমন কৌতূহল জাগায় তেমন অন্যদিকে গল্পের ছলে চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। বাংলা সাহিত্যে কিশোর পাঠ্য বইয়ের প্রকাশ তেমন বেশি নেই কিন্তু চাহিদা রয়েছে। এই সত্য উপলব্ধি করে আমরা তিনটি ভাগকে একত্রে প্রকাশ করলাম।

আশাকরি সাহিত্যানুরাগী সকলের কাছেই গ্রন্থটি আদরনীয় হবে।

বিনীত

প্রকাশক

প্রত্যুপকার

এক ব্যক্তি, অশ্বে আরোহণ করিয়া, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী রেডিঙ্ নগরের নিকট দিয়া, গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি বালক, পথের ধারে কর্দমে পতিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইল, সে অতিশয় যাতনাভোগ করিতেছে। অশ্বকে দণ্ডায়মান করিয়া, সে ব্যক্তি কারণ জিজ্ঞাসিলে, বালক বলিল, মহাশয়, পড়িয়া গিয়া, আমার হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; নড়িতে পারি বা চলিয়া যাই, আমার এমন ক্ষমতা নাই; এজন্য কাদায় পড়িয়া আছি, উঠিতে পারিতেছি না।
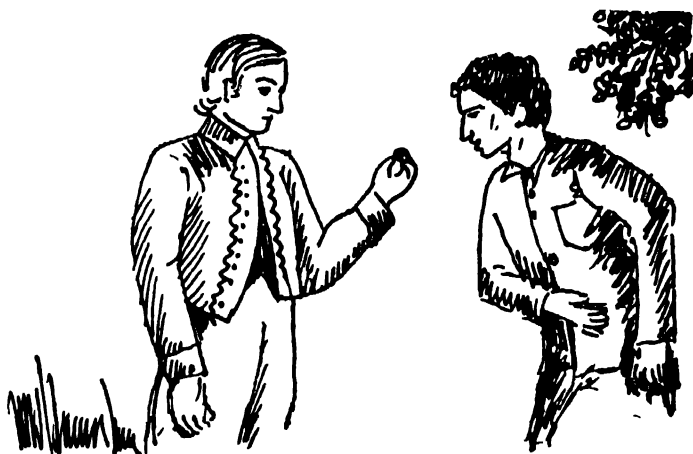
অশ্বারোহী ব্যক্তি অতিশয় দয়াশীল। বালকের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ দয়ার উদয় হইল। তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; বালককে কর্দম হইতে উঠাইয়া, অশ্বের উপর আরোহণ করাইলেন; এবং উহার হস্ত ও অশ্বের মুখরজ্জু ধরিয়া, গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি রেডিঙ্ নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার

পরিচিতা এক বৃদ্ধা নারী ঐ নগরে বাস করিতেন। তিনি তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, যাবৎ এই বালকটী সুস্থ হইতে না পারে, তোমার আলয়ে থাকিবে, ইহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার নিমিত্ত যে ব্যয় হইবে, সে সমস্ত আমি দিব ; আর তুমি ইহার জন্য যে পরিশ্রম করিবে, তাহারও সমুচিত পুরস্কার করিব। বৃদ্ধা সম্মত হইলেন। তখন তিনি এক চিকিৎসক আনাইয়া, তাঁহার উপর বালকের চিকিৎসার ভার দিলেন ; এবং বৃদ্ধার হস্তে কিছু দিয়া, প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই, বালক, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ; তাহার শরীর সবল, এবং হস্ত পদ কর্মক্ষম হইয়া উঠিল। তখন সে আপন আলয়ে প্রতিগমন করিল ; এবং সূত্রধরের ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে, ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি, একদা রেডিঙ নগরের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। এক সেতুর উপরিভাগে উপস্থিত হইলে, অশ্ব কোনও কারণে ভয় পাইয়া, অতিশয় চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, এবং অশ্বারোহী সহিত, নদীতে লম্ফ প্রদান করিল। সে ব্যক্তি সন্তরণ জানিতেন না ; সুতরাং তাঁহার জলে মগ্ন হইয়া প্রাণনাশের উপক্রম হইয়া উঠিল। অনেকেই সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে, এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া, তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিলেন না।

সেই সেতুর অনতিদূরে, এক সূত্রধর কর্ম করিতেছিল। সে, সেতুর উপর জনতা দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া, কর্মপরিত্যাগ পূর্বক, তথায় উপস্থিত হইল, জলপতিত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র, জলে ঝম্পপ্রদান করিল ; এবং অনেক কষ্টে, তাঁহাকে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইল। এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া সেতুর উপরিস্থ ব্যক্তিগণ যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন ; এবং সূত্রধরের ক্ষমতা ও অকুতোভয়তার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রাণরক্ষা হওয়াতে, সে ব্যক্তি প্রাণদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান

করিয়া বলিলেন, ভাই, তুমি আজ আমার যে উপকার করিলে, তজ্জন্য আমি চিরকালের নিমিত্ত, কেনা হইয়া রহিলাম। এই বলিয়া, তিনি তাহাকে পুরস্কার দিতে উদ্যত হইলেন। তখন, সূত্রধর কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, মহাশয়, আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না। কিছু কাল পূর্বে, আমি ভগ্নহস্ত ও ভগ্নপদ হইয়া, কর্দমে পতিত ছিলাম; আপনি, সে সময়ে দয়া করিয়া, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আপনার কৃত উপকার, আমার হৃদয়ে সর্বক্ষণ জাগরুক রহিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, আপনি আমার পিতা। আমি অতি অধম: আমি যে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার অবসর পাইলাম, তাহাতেই চরিতার্থ হইয়াছি, ও আশার অতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়াছি; আমার অন্য পুরস্কারের প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া, প্রভূত ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া, সূত্রধর কর্মস্থানে প্রস্থান করিল; এবং তিনি, তদায় সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মাতৃভক্তি

স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ডণ্ডী নগরে, এক দরিদ্রা নারী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র শিশুসন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অনেক কষ্টে ও অনেক পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জন করিয়া, নিজের ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতেন।

লেখা পড়া না শিখিলে মূর্খ হইবে, ও চিরকাল দুঃখ পাইবে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রকে এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রও, আন্তরিক যত্ন ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল। এই সময়ে, তাহার জননী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অবয়ব সকল অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া গেল। তিনি শয্যাগত হইলেন। ইতঃপূর্বে, তিনি যে উপার্জন করিতেন, তদ্দ্বারা কোনও রূপে, গ্রাসাচ্ছাদন ও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সম্পন্ন হইত, কিছুমাত্র উদ্‌বৃত্ত হইত না; সুতরাং তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে, তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা যাওয়াতে, সকল বিষয়েই অতিশয় অসুবিধা উপস্থিত হইল।

জননীর এই অবস্থা ও ক্লেশ দেখিয়া, পুত্র মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, ইনি অনেক কষ্টে আমায় লালনপালন করিয়াছেন; ইঁহার স্নেহ ও যত্নেই, আমি এত বড় হইয়াছি, ও এতদিন পর্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। এখন ইঁহার এই অবস্থা উপস্থিত। আমার প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত, ইনি এত দিন যত যত্ন ও যত পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহার জন্য আমার তদপেক্ষা অধিক যত্ন ও অধিক পরিশ্রম করা উচিত। আমি থাকিতে, ইনি যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকা বিফল। আমার বার বৎসর বয়স হইয়াছে। এ বয়সে পরিশ্রম করিলে, অবশ্যই কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারিব।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, সেই সুবোধ বালক এক সন্নিহিত কারখানায় উপস্থিত হইল; এবং তথাকার অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া, তাঁহার অনুমতিক্রমে কর্ম করিতে আরম্ভ করিল; তাহার যেমন বয়স, সে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, সে যাহা পাইত, সমুদয় জননীর নিকটে আনিয়া দিত। এই উপার্জন দ্বারা, তাহাদের উভয়ের, অনায়াসে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হইতে লাগিল।

কর্মস্থানে যাইবার পূর্বে, ঐ বালক, গৃহসংস্কার প্রভৃতি আবশ্যক কর্ম সকল করিয়া, জননীর ও নিজের আহার প্রস্তুত করিত; এবং অগ্রে তাঁহাকে আহার করাইয়া, স্বয়ং আহার করিত। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে

গৃহে আসিত ; ইতোমধ্যে, জননীর যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, সে সমুদয় প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া যাইত।

বৃদ্ধা লেখাপড়া জানিতেন না ; সুতরাং সমস্ত দিন একাকিনী শয্যায় পতিত থাকিয়া কষ্টে কালযাপন করিতেন। পীড়িত অবস্থায় কোনও কর্ম করিতে পারেন না, এবং কেহ নিকটেও থাকে না। যদি পড়িতে শিখেন, তাহা হইলে অনায়াসে সময় কাটাইতে পারেন। এই বিবেচনা করিয়া, সেই বালক, অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, অল্প দিনের মধ্যে, তাঁহাকে এত শিখাইল যে, তিনি তাহার অনুপস্থিতিকালে, সহজ সহজ পুস্তক পড়িয়া, স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই বালক এরূপ সুবোধ ও এরূপ মাতৃভক্ত না হইলে, বৃদ্ধার দুঃখের অবধি থাকিত না। ফলতঃ, অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ বুদ্ধি, এরূপ বিবেচনা, এরূপ আচরণ, সচরাচর নয়নগোচর হয় না। প্রতিবেশীরা, তদীয় আচরণ দর্শনে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

পিতৃভক্তি

আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী লণ্ডন্‌ডরি নগরে, বেকনর্‌ নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে জাহাজে নাবিকের কর্ম কবিত। তাহার পুত্রও, দ্বাদশ বৎসর বয়সে, ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। পিতাপুত্রে এক জাহাজেই কর্ম করিত। বেকনর্‌, আপন পুত্রকে বিলক্ষণ সন্তবণ শিখাইয়াছিল। মৎস্য যেমন অবলীলাক্রমে জলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, বেকনবেব পুত্রও সন্তরণ বিষয়ে সেইরূপ দক্ষ হইয়াছিল। সে প্রতিদিন কর্মে অবসর পাইলেই, জাহাজ হইতে ঝম্প প্রদান কবিয়া সমুদ্রে পড়িত; এবং জাহাজের চতুর্দিকে সন্তরণ করিয়া বেড়াইত; ক্লান্তিবোধ হইলে, লম্বমান রজ্জু অবলম্বন করিয়া জাহাজে উঠিত।

এক দিবস, বায়ুবেগ বশতঃ, সহসা জাহাজ আন্দোলিত হইলে, কোনও আরোহীর একটি অতি অল্পবয়স্কা কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল। বেকনর্‌ দেখিবামাত্র, লম্ফ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই কন্যার বস্ত্রে ধরিয়া, তাহাকে জল হইতে ঊর্দ্ধে তুলিল। অনন্তর সে কন্যাকে বক্ষঃস্থলে লইয়া সন্তরণ করিয়া, জাহাজের প্রায় নিকটে আসিয়াছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, একটা ভয়ানক হাঙ্গর তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। দেখিবামাত্র, বেকনব্‌ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। জাহাজেব উপরিস্থ সমস্ত লোক অতিশয় ব্যাকুল হইল; এবং বন্দুক লইয়া, হাঙ্গরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, জলে অবতীর্ণ হইতে পারিল না; সকলেই, হায়! কি হইল বলিয়া, কোলাহল করিতে লাগিল।

জাহাজ হইতে যত গুলি মারিয়াছিল, তাহার একটিও হাঙ্গরের গায় লাগিল না। হাঙ্গর, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মুখব্যাদানপূর্বক, বেকনর্‌কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তাহার পুত্র অতিশয় পিতৃভক্ত ছিল। সে, পিতার প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়া, এক তীক্ষ্ণধার তরবারি

লইয়া, সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিল, এবং দ্রুতবেগে হাঙ্গরের দিকে গমন করিয়া, উহার উদরে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিল। তখন হাঙ্গর, কুপিত হইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে সন্তরণ-কৌশলে, হাঙ্গরের আক্রমণ এড়াইয়া, উহার কলেবরে উপর্য্যুপরি তরবারির আঘাত করিতে লাগিল।

এই অবকাশে জাহাজের উপবিষ্ট লোকেরা কতিপয় রজ্জু ঝুলাইয়া দিল। পিতাপুত্রে এক এক রজ্জু অবলম্বন করিলে, তাহারা টানিয়া উহাদিগকে জল হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠাইল। এই সময়ে, উহাদের প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া, সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু, সেই দুর্দ্দান্ত জন্তু, মুখব্যাদান ও ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক, বেকনরের পুত্রের কটিদেশ পর্য্যন্ত গ্রাস করিল; এবং তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা, গ্রস্ত অংশ কাটিয়া লইয়া, জলে পতিত হইল; বালকের কলেবরের ঊর্দ্ধতন অর্দ্ধ অংশমাত্র রজ্জুতে ঝুলিতে লাগিল।

এই হৃদয়বিদারণ ব্যাপার দর্শনে, ব্যক্তি মাত্রেই হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া, কিয়ংক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল; অনন্তর সকলেই, শোকে বিচলিত হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। বেকনর, জাহাজে উত্তোলিত হইয়া, পুত্রের তাদৃশী দশা দেখিয়া, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইল। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বলপূর্ব্বক ধরিয়া না রাখিলে, সে নিঃসন্দেহ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া

প্রাণত্যাগ করিত। তাহার পুত্র, যতক্ষণ জীবিত ছিল, অবিচলিত ভাবে পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। আমার প্রাণ যাউক, কিন্তু পিতার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, এই আহ্লাদে প্রফুল্ল বদনে, সে প্রাণত্যাগ করিল; তাহার আকৃতি দেখিয়া সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেরই এরূপ বোধ ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

ভ্রাতৃস্নেহ

য়ুরোপের অন্তঃপাতী স্থইট্‌জার্লণ্ড দেশ পর্বতে পরিপূর্ণ। ঐ সকল পর্বতের শিখরভূমি নিরন্তর নীহারে আচ্ছন্ন থাকে; এজন্য ঐ দেশে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। জ্যেষ্ঠের বয়স নয় বৎসর, কনিষ্ঠের বয়স ছয় বৎসর, এরূপ দুই সহোদর নীহারের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া, খেলা করিতে করিতে, এক সন্নিহিত জঙ্গলে প্রবেশ করিল; এবং ক্রমে ক্রমে অনেক দূর যাইয়া পথহারা হইল।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে তাহারা অতি শঙ্কিত ও গৃহপ্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া, পথের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু পথের নির্ণয় করিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

জ্যেষ্ঠটির বয়স যত অল্প, তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছিল। সে বিবেচনা করিল, যত চেষ্টা করি না কেন, আজ রাত্রিতে, এ জঙ্গল হইতে কোনও মতে বাহির হইতে পারিব না; সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা; এই স্থানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে; কিন্তু নীহারের উপর শয়ন করিলে উভয়েই মরিয়া যাইব। অতএব যেখানে নীহার নাই, এমন স্থানের অন্বেষণ করি।

এই স্থির করিয়া সেই বালক নীহারশূন্য স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে চন্দ্রের উদয় হওয়াতে, তদীয় আলোকে, পর্বতের

পাদদেশে, এক ক্ষুদ্র গহ্বর লক্ষিত হইল। বালক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, সেখানে কিছুমাত্র নীহার নাই। তখন সে, কতকগুলি শুষ্ক পর্ণ জড় করিয়া, তদ্দ্বারা একপ্রকার শয্যা প্রস্তুত করিল; পরে, কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্ত ধরিয়া বলিল, ভাই, আর কাঁদিও না; তোমার কোনও ভয় নাই; আইস, এখানে শয়ন কর।

ইহা বলিয়া, কনিষ্ঠকে সেই পর্ণশয্যায় শয়ন করাইয়া, আপনিও তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল। কনিষ্ঠ, বারংবার বলিতে লাগিল, দাদা, বড় শীত। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাইটিকে অতিশয় ভালবাসিত; এবং তাহার কোনও কষ্ট দেখিলে, নিজে অতিশয় কষ্ট বোধ করিত; এক্ষণে কি

উপায়ে তাহার শীতনিবারণ হয়, অনন্যমনে সেই চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে, অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, সে আপন গাত্র হইতে সমুদয় বস্ত্র খুলিয়া, তাহার গাত্রে দিল, এবং পাছে তাহাতেও তাহার শীত নিবারণ না হয়, এই ভাবিয়া, স্বয়ং তাহার গাত্রের উপর শয়ন করিল।

এইরূপে, নিজের ও জ্যেষ্ঠের বস্ত্রে আবৃত হওয়াতে ও জ্যেষ্ঠের গাত্রের উত্তাপ পাওয়াতে, কনিষ্ঠের অনেক শীত নিবারণ হইল; তখন সে, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ বোধ করিল। তদ্দর্শনে, জ্যেষ্ঠের হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল; নিজে অনাবৃত গাত্রে থাকাতে, তাহার যে ভয়ঙ্কর কষ্ট হইতেছিল, ঐ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গণ্য করিল না। যদি তাহারা এইভাবে

অধিকক্ষণ থাকিত, তাহা হইলে, অগ্রে জ্যেষ্ঠের এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কনিষ্ঠের নিঃসন্দেহ প্রাণবিয়োগ হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত, তাহারা গৃহে প্রতিগত না হওয়াতে, তাহাদের পিতা ও মাতা অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদের পিতা অন্বেষণে নির্গত হইলেন, এবং ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিয়া, অবশেষে সেই গহ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহারা শয়ন করিয়া আছে। তিনি, তাহাদের বিষয়ে একপ্রকার হতাশ হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন। তাঁহার নয়নে আনন্দের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি তাহাদিগকে পর্ণশয্যা হইতে উঠাইলেন; এবং প্রথমতঃ, যথোচিত তিরস্কার করিলেন; পরে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের কষ্টনিবারণের কীদৃশ চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা সবিশেষ অবগত হইয়া, যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন; এবং জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য দর্শনে, নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহার প্রতি সাতিশয় স্নেহপ্রদর্শনপূর্ব্বক, তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

লোভসংবরণ

এক দীন বালক কোনও বড় মানুষের বাটীতে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার উপর গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি অতি সামান্য নিকৃষ্ট কর্ম্মের ভার ছিল। সে, একদিন গৃহস্বামীর বাসগৃহ পরিষ্কৃত করিতেছে; এবং গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্যসকল দৃষ্টিগোচর করিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে। তৎকালে সেই গৃহে অন্য কোনও ব্যক্তি ছিল না; এজন্য সে নির্ভয়ে, এক একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছে।

গৃহস্বামীর একটি সোনার ঘড়ি ছিল। ঘড়িটি অতি মনোহর, উত্তম স্বর্ণে নির্ম্মিত, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডে মণ্ডিত। বালক, ঘড়িটি হস্তে লইয়া, উহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য দর্শনে মোহিত হইল; এবং বলিতে লাগিল, যদি আমার এরূপ একটি ঘড়ি থাকিত, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হইত! ক্রমে ক্রমে, তাহার মনে প্রবল লোভ জন্মিলে, সে ঘড়িটি চুরি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালক সহসা চকিত হইয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল, যদি আমি লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া এই ঘড়ি লই, তাহা হইলে চোর হইলাম। এখন কেহ গৃহের মধ্যে নাই; এবং আমি চুরি করিলাম বলিয়া, জানিতে পারিতেছে না; কিন্তু যদি দৈবাৎ চোর বলিয়া ধরা পড়ি, তাহা হইলে আমার আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। সর্ব্বদা দেখিতে পাই, চোরেরা রাজদণ্ডে যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। আর, যদিই আমি চুরি করিয়া, মানুষের হাত এড়াইতে পারি, ঈশ্বরের নিকট কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। জননীর নিকট অনেকবার শুনিয়াছি, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বটে; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং আমরা যখন যাহা করি, সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

এই বলিতে বলিতে, তাহার মুখ ম্লান ও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া

উঠিল। তখন সে, ঘড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, লোভ করা বড় মন্দ; লোকে লোভসংবরণ করিতে না পারিলেই, চোর হয়। আমি আর কখনও কোনও বস্তুতে লোভ করিব না; এবং লোভের বশীভূত হইয়া, চোর হইব না। চোর হইয়া ধনবান্ হওয়া অপেক্ষা, ধর্মপথে থাকিয়া নির্ধন হওয়া ভাল; তাহাতে চিরকাল নির্ভয়ে ও মনের সুখে থাকা যায়। চুরি করিতে উদ্যত হইয়া, আমার মনে এত ক্লেশ হইল; চুরি করিলে না জানি, আমি কতই ক্লেশ পাইব। ইহা বলিয়া সেই সুবোধ, সচ্চরিত্র, দরিদ্র বালক পুনরায় গৃহমার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল।

গৃহস্বামিনী, ঐ সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে থাকিয়া বালকের সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ এক পরিচারিণী দ্বারা আপন সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, তুমি কিজন্য আমার ঘড়িটি লইলে না? বালক শুনিবামাত্র, হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কোনও উত্তর দিতে পারিল না; কেবল জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, কাতর নয়নে, গৃহস্বামিনীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে, ও নয়নদ্বয় হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল।

তাহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া, গৃহস্বামিনী সস্নেহ বচনে বলিলেন, বৎস, তোমার কোনও ভয় নাই; তুমি কিজন্য এত কাতর হইতেছ? এখানে থাকিয়া, আমি তোমার সকল কথা শুনিতে পাইয়াছি; কিন্তু শুনিয়া তোমার উপর কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, বলিতে পারি না। তুমি দীনের সন্তান বটে; কিন্তু আমি কখনও তোমার তুল্য সুবোধ ও ধর্মভীরু বালক দেখি নাই। জগদীশ্বর তোমার যে লোভসংবরণ করিবার এরূপ শক্তি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রণাম কর ও ধন্যবাদ দাও। অতঃপর সর্ব্বদা এরূপ সাবধান থাকিবে, যেন কখনও লোভের বশীভূত না হও।

এই প্রকারে তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন, শুন বৎস, তুমি যে এরূপে লোভ সংবরণ করিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য তোমায়

পুরস্কার দেওয়া উচিত। এই বলিয়া, কতিপয় মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, অতঃপর তোমায় আর গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি নীচ কর্ম করিতে হইবে না। তুমি বিদ্যাভাস করিলে, আরও সুবোধ ও সচ্চরিত্র হইতে পারিবে; এজন্য কল্য অবধি আমি তোমায় বিদ্যালয়ে পাঠাইব, এবং অন্ন, বস্ত্র, পুস্তক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহ করিব। অনন্তর, তিনি হস্তে ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন, এবং তাহার নয়নের অশ্রু মার্জ্জন করিয়া দিলেন।

গৃহস্বামিনীর ঈদৃশ স্নেহবাক্য শ্রবণে ও সদয় ব্যবহার দর্শনে, ঐ দীন বালকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সে পরদিন অবধি, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, যারপরনাই যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, শিক্ষা করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই, সে বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জ্জন করিল; এবং লোকসমাজে বিদ্বান্ ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া গণ্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল।

গুরুভক্তি

রুশিয়ার রাজমহিষী দ্বিতীয় কাথরিনের অপত্যস্নেহ অতিশয় প্রবল ছিল। কাহারও শিশুসন্তান দেখিলে, তিনি অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। পরিচারকদিগের শিশুসন্তান সকল সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিত। তিনি, স্নেহ ও যত্নপূর্বক অনাথ বালক-বালিকাদিগের লালন ও নিজ ব্যয়ে প্রতিপালন করিতেন। কর্মচারীদিগের উপর এই আদেশ ছিল, অনাথ বালকবালিকা দেখিলে, তাঁহার নিকট আনিয়া দিবে।

একদিন পুলিসের লোকেরা, পথিমধ্যে একটী অতি অল্পবয়স্ক শিশু পতিত দেখিয়া, তাহাকে রাজমহিষীর নিকটে আনিয়া দিল। তিনি সবিশেষ স্নেহ ও যত্ন সহকারে, তাহার লালনপালন করিতে লাগিলেন।

এই বালক, রাজমহিষীর নিরতিশয় স্নেহপাত্র হইল। সে পঞ্চম-বর্ষীয় হইলে, তিনি তাহাকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন; এবং যাহাতে সে উত্তমরূপে বিদ্যালাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। বালকটী বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিল; সুযোগ পাইয়া, আন্তরিক যত্ন ও সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ, যে সকল গুণ থাকিলে বালক লোকের প্রিয় ও স্নেহভাজন হইতে পারে, ঐ সুশীল সুবোধ বালক, সেই সকল গুণে অলঙ্কৃত ছিল। ইহা দেখিয়া, রাজমহিষী নিরতিশয় আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তাহার উপর তদীয় স্নেহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ, তিনি তাহাকে আপন গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন; এবং সেই বালকও তাঁহাকে আপন জননীর ন্যায় জ্ঞান করিত।

একদিন সে বিদ্যালয় হইতে আসিলে, রাজমহিষী তাহাকে আপনার নিকটে আসিতে বলিলেন। সে উপস্থিত হইল। তিনি অন্য অন্য দিন, তাহাকে যেরূপ হৃষ্ট ও প্রফুল্লবদন দেখিতেন, সেদিন সেরূপ দেখিলেন না। তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি ক্রোড়ে বসাইয়া কারণ জিজ্ঞাসিলেন। বালক রোদন করিতে লাগিল। তিনি তাহার নেত্রমার্জ্জন ও মুখচুম্বন করিয়া, সস্নেহবাক্যে বলিলেন, বৎস, কি জন্য রোদন করিতেছ, বল।

তখন বালক বলিল, জননি, আজ আমি বিদ্যালয়ে যতক্ষণ ছিলাম, কেবল রোদন করিয়াছি। সেখানে গিয়া শুনিলাম, আমাদের শিক্ষক মরিয়াছেন; দেখিলাম, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানেরা রোদন করিতেছেন। সকলে বলিতেছে, তাঁহারা বড় দুঃখী; খাওয়া পরা চলে, এমন সঙ্গতি নাই; এবং সাহায্য করে, এমন আত্মীয়ও নাই। এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া, আমার বড় দুঃখ হইয়াছে। মা, তোমায় তাঁহাদের কোনও উপায় করিয়া দিতে হইবে।

বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, রাজমহিষীর অন্তঃকরণে করুণার উদয় হইল। তিনি অবিলম্বে এক পরিচারককে ডাকাইয়া, এ

বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়া দিলেন; এবং বালকের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, বৎস, অল্প বয়সে তোমার যে এরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা হইয়াছে, ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত প্রীত হইলাম, বলিতে পারি না। যাহাতে তোমার শিক্ষকের পরিবার ক্লেশ না পায়, তাহা আমি অবশ্য করিব; তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইও না।

কিয়ংক্ষণ পরে, প্রেরিত পরিচারক প্রত্যাগমন করিল; শিক্ষকের মৃত্যু ও তদীয় পরিবারের অন্যপায় বিষয়ে, বালক যাহা বলিয়াছিল, সে সমুদয় সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া, রাজমহিষীর নিকট জানাইল। তখন তিনি, সেই বালক দ্বারা, শিক্ষকের পত্নীর নিকট, আপাততঃ তিন শত রূবল্ পাঠাইলেন; এবং যাহাতে সেই নিরুপায় পরিবারের ভদ্ররূপে ভরণ-পোষণ চলে, এবং শিশুসন্তানদিগের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয়, তাহার অবিচলিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ধর্ম্মভীরুতা

পোর্টুগালের রাজধানী লিস্‌বন্ নগরে, অতি নিঃস্ব এক বিধবা স্ত্রী বাস করিত। সে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে একদিন রাজবাটীতে উপস্থিত হইল, এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইল। রাজপুরুষেরা বলিল, তোর মত লোকের রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, তুই এখান হইতে চলিয়া যা ; এই বলিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিল। সে তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া, প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিল ; রাজপুরুষেরাও প্রত্যহ তাহাকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সেই স্ত্রীলোক, রাজাকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল ; এবং সম্মুখে একটী বাক্স ধরিয়া বলিল, মহারাজ, কিছু দিন পূর্ব্বে, ভূমিকম্প হওয়াতে, যে সকল অট্টালিকা পতিত হইয়াছিল, তাহার ভিতরে আমি এই বাক্সটি পাইয়াছি। আমি নিতান্ত দুঃখিনী। আমার ছয়টি সন্তান ; অতি কষ্টে দিনপাত করি। এই বাক্সের মধ্যে যে সকল মহামূল্য বস্তু আছে, সে সমুদয় আত্মসাৎ করিলে, আমার দুরবস্থার বিমোচন হয় ; আমার পুত্রেরা ধনবান্ বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে। কিন্তু মহারাজ, এ পরস্ব ; পরস্বহরণ নিতান্ত অপকর্ম্ম। অপকর্ম্ম করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া অপেক্ষা, ধর্ম্মপথে থাকিয়া, দুঃখে কালযাপন করা ভাল। আমি এই বাক্স আপনার হস্তে ন্যস্ত করিতেছি, যে ব্যক্তি ইহার যথার্থ অধিকারী, তাহার অনুসন্ধান ও অবধারণ করিয়া তাহাকে দিবেন। আর, আমি পরিশ্রম করিয়া ইহা বহির্গত করিয়াছি, এজন্য আমায় কিছু পুরস্কার দেওয়াইবেন।

রাজার আদেশ অনুসারে সেই স্থানেই বাক্স উদ্ঘাটিত হইল। তিনি উহার মধ্যস্থিত রত্নসমূহের সৌন্দর্য্য নয়নগোচর করিয়া, চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর, সেই স্ত্রীলোককে বলিলেন, তুমি দুঃখিনী বটে, কিন্তু

তোমার তুল্য নির্লোভ ও ধর্মভীরু লোক কখনও দেখি নাই। তুমি যে ঈদৃশ মহামূল্য রত্নসমূহ হস্তে পাইয়া ধর্মভয়ে লোভ সংবরণ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। আজ অবধি তোমার দুরবস্থা মোচন হইল। অতঃপব, তোমায় একদিনের জন্যও কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি তোমার ও তোমার সন্তানগণেব সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।

এই বলিয়া, রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইলেন; এবং সেই দুঃখিনা বিধবাকে, অবিলম্বে বিংশতি সহস্র পিয়াস্তর দিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর, সেই রত্নসমূহের যথার্থ অধিকারীর সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত, আজ্ঞা প্রদান করিয়া বলিলেন, যদি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃত অধিকারীর উদ্দেশ না হয়, তাহা হইলে, এই সমস্ত রত্ন বিক্রীত হইবে, এবং বিক্রয়লব্ধ সমস্ত ধন এই বিধবা ও ইহার পুত্রেরা পাইবে।

অপত্যস্নেহ

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে হ্বাইট্‌চেপ্‌ল্‌ নামে এক স্থান আছে। তথায় পরস্পরসংলগ্ন শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি গৃহ ছিল। যাহাদের নিজের বাসস্থান নাই, সেইরূপ লোকেরা ভাড়া দিয়া, ঐ সকল গৃহে অবস্থিতি করিত। একদা, ঐ পল্লীতে অতি ভয়ানক অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল। যেখানে অগ্নি লাগে, তথায় প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে; সুতরাং অগ্নি উত্তরোত্তর, অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এখানেও অগ্নি প্রবল বায়ুর সহায়তায়, অল্পক্ষণমধ্যে বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অনেকেই গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিল না। সমবেত প্রতিবেশীরা, অনেক কষ্টে কতকগুলি লোককে গৃহ হইতে বহির্গত করিল; অবশিষ্ট সমুদয় লোক গৃহমধ্যে রহিল।

একটি দরিদ্রা নারীর কতিপয় শিশুসন্তান ছিল। সে, প্রতিবেশী-দিগের সহায়তায়, আপন সন্তানগুলি লইয়া, অগ্নিক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়াছিল। জগদীশ্বরের কৃপায়, এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম, এই ভাবিয়া, সে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, সাহায্যকারী প্রতিবেশীদিগের যথেষ্ট

স্তুতি করিল; পরে, একে একে সন্তানগুলির নামগ্রহণপূর্বক, আশ্বাস করিতে গিয়া, জানিতে পারিল, সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটি আনীত হয় নাই; সে

গৃহমধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, সেই দরিদ্রা উন্মত্তার ন্যায় হইল; এবং সন্তানের স্নেহ ও মায়ায় বশীভূত হইয়া, স্বীয় প্রাণবিনাশের শঙ্কা না করিয়া, অকুতোভয়ে দ্রুতবেগে অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিয়ংক্ষণ পরে, সে একটি শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া, পূর্বস্থানে আগমন করিল; সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, এই ভাবিয়া, আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইল; এবং কিরূপে জ্বলন্ত অধিরোহণী দ্বারা আরোহণ করিল, কিরূপে গৃহে প্রবেশপূর্বক দোলা হইতে সন্তানকে লইয়া, পুনরায় গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গের নিকট এই সমুদয়ের বর্ণন করিতে লাগিল। কিয়ংক্ষণ পরে, আহ্লাদভরে শিশুসন্তানের মুখচুম্বন করিতে গিয়া, দেখিতে পাইল, সে তাহার সন্তান নহে। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অপর এক স্ত্রীলোক থাকিত; সে আপন সন্তান ফেলিয়া, পলাইয়া আসিয়াছিল, এ তাহার সন্তান।

যখন সে, কনিষ্ঠ সন্তানটি আনিবার নিমিত্ত গমন করে, ধূম ও অগ্নিশিখায় সমস্ত স্থান এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং স্বীয় গৃহ ভাবিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল; এক্ষণে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, শোকে নিতান্ত বিহ্বল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিল। অপত্যস্নেহের এমনই মহিমা, সেই স্ত্রীলোক কোনও মতে স্থির হইতে না পারিয়া, শোকসংবরণ পূর্বক পুনরায় সেই শিশুসন্তানের আনয়নের নিমিত্ত, জ্বলন্ত গৃহের অভিমুখে ধাবমান হইল। সে, গৃহের সম্মুখবর্ত্তিনী হইবামাত্র উহা দগ্ধ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন সে, একেবারে হতাশ হইয়া, হায়! কি হইল বলিয়া, বিচেতন ও ভূতলে পতিত হইল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

পিতৃভক্তি

আমেরিকার অন্তঃপাতী নিউইয়র্ক প্রদেশে এক অতি নিঃস্ব পরিবার ছিলেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই, বহুদিন অবধি অকর্মণ্য ও পরিশ্রমে অক্ষম হইয়াছিলেন; এজন্য তাঁহাদের স্বয়ং কিছু উপার্জন করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাদের একমাত্র কন্যা; সে পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইত, তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ তাঁহাদের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত। দুর্ভাগ্য ক্রমে, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ঐ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, দিনান্তেও তাঁহাদের আহার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। ফলতঃ, এই সময়ে শীতে ও অনাহারে, তাঁহারা যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

পিতামাতার দুরবস্থা দেখিয়া এবং প্রাণপণে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও, তাঁহাদের আহারাদি সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া, কন্যা অতিশয় দুঃখিত ও শোকাভিভূত হইল; এবং কি উপায়ে তাঁহাদের কষ্ট নিবারণ হয়, অহোরাত্র কেবল এই চিন্তা করিতে লাগিল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে কোনও ব্যক্তি বলিল, অমুক ডাক্তার ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যদি কেহ আপন সম্মুখের দন্ত দেয়, তাহা হইলে তিনি তিন গিনি করিয়া, প্রত্যেক দন্তের মূল্য দিবেন; কিন্তু ডাক্তার স্বয়ং সেই ব্যক্তির মুখ হইতে দন্ত তুলিয়া লইবেন।

এই ঘোষণার কথা শুনিয়া, কন্যা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি নানা চেষ্টা দেখিতেছি, এবং যথেষ্ট কষ্টভোগও করিতেছি, তথাপি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে, পিতা মাতার আহারের সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে, এই এক সহজ উপায় উপস্থিত। এই উপায় অবলম্বন করিলে, কিছু দিনের নিমিত্ত তাঁহাদের কষ্ট দূর হইবে। অতএব আমি অবিলম্বে ডাক্তারের নিকটে গিয়া, সম্মুখের দন্ত দিয়া, গিনি আনি।

মনে মনে এই আলোচনা করিয়া, কন্যা, ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইল; এবং বলিল, মহাশয়, আপনি যে ঘোষণা করিয়াছেন, তদনুসারে আমি আপনার নিকট দন্ত বিক্রয় করিতে আসিয়াছি; যে কয়টির প্রয়োজন হয়, তুলিয়া লইয়া, আমায় অঙ্গীকৃত মূল্য দিন।

ডাক্তার স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, কেহই তাঁহার ঘোষণা অনুসারে, দন্ত বিক্রয় করিতে আসিবে না। এক্ষণে, এই কন্যাকে দন্তবিক্রয়ে উদ্যত দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি বালিকে, তুমি কি কারণে ঈদৃশ ক্লেশকর বিষয়ে সম্মত হইতেছ? কাঁচা দাঁত তুলিয়া লইলে কত কষ্ট হয়, তোমার সে বোধ নাই; বিশেষতঃ, তুমি চিরদিনের জন্য, অতিশয় কদাকার হইয়া হাইবে। তুমি বালিকা; এরূপে দন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লইবার প্রয়োজন কি, বুঝিতে পারিতেছি না।

কি কারণে দন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লইতে আসিয়াছে, কন্যা সজলনয়নে সবিশেষ সমস্ত ডাক্তারের গোচর করিল। ডাক্তার অতিশয় দয়ালু ও সদ্বিবেচক ছিলেন। তিনি তদীয় পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির ঐকান্তিকতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন: অনন্তর তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে সস্নেহবচনে বলিলেন, বৎসে, তোমার মত গুণবতী বালিকা ভূমণ্ডলে আর আছে,

আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি তোমার দন্ত চাহি না। যদি আমি তোমার মত গুণবতী বালিকাকে কষ্ট দি ও কদাকার করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর কেহ নাই। তোমার অসাধারণ গুণের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, আমি তোমায় দশটি গিনি দিতেছি, লইয়া গৃহে যাও; এবং নিশ্চিন্ত হইয়া পিতামাতার সেবা কর।

এই বলিয়া, দয়ালু ডাক্তার, সেই কন্যার হস্তে দশটি গিনি দিলেন। কন্যা আহ্লাদে পুলকিত হইল। তাহার নয়নদ্বয় হইতে প্রভূত আনন্দাশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর সে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রণাম করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিল।

ধর্ম্মপরায়ণতা

ফরাসি দেশে এক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাব বাটীর সন্নিকটে, এক বৃদ্ধা বিধবা বাস করিত। সে অতিশয় দরিদ্রা; তাহার কতকগুলি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অতি কষ্টে তাহাদের প্রতিপালন করিত। সচ্চরিত্রা ও ধর্মপবায়ণা বলিয়া, সে স্বীয় প্রতিবেশী উক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির বিলক্ষণ স্নেহপাত্র ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ছিল।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে, এক দিন তিনি, সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, দেখ, আমি কোনও কার্য্যের অনুরোধে, কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতেছি; ত্বরায় আমার প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, তোমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতেছি। যদি আমার মৃত্যু হয়, এবং আমার পুত্র কন্যা না থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আর যদি তৎপূর্বে, অর্থের অভাব জন্য তোমার দুরবস্থা ঘটে, এই সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া, ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে। এই বলিয়া, আপন সম্পত্তি বৃদ্ধার হস্তে ন্যস্ত করিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জন করিত, তদ্দারা কোনরূপে নিজের ও সন্তানগণের ভরণপোষণের ব্যয়নির্বাহ হইত। সেই সম্পন্ন ব্যক্তির প্রস্থানের কিছুদিন পরেই, সে অতিশয় পীড়িত হইল; সুতরাং প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া যে কিছু কিছু উপার্জন করিত, তাহা রহিত হইল; এজন্য তাহার ও সন্তানগুলির কষ্টের পরিসীমা রহিল না।

পূর্বোক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির যেরূপ অনুমতি ছিল, তদনুসারে সে এরূপ অবস্থায়, তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া, কষ্ট দূর করিতে পারিত। কিন্তু যেরূপ অবস্থা ঘটিলে, তাঁহার অনুমতি অনুসারে, তদীয় সম্পত্তির কিয়দংশ লইতে পারে, তখন তাহার সেরূপ অবস্থা ঘটে নাই, এই ভাবিয়া সে তাহাতে হস্তক্ষেপ কবিল না।

কিয়ৎকাল পরে, সেই স্ত্রীলোক ঐ সম্পন্ন ব্যক্তির অবধারিত মৃত্যু-সংবাদ পাইল; কিন্তু তিনি নিঃসন্তান মরিয়াছেন অথবা তাঁহার সন্তান আছে, তাহাব কিছুমাত্র জানিতে পারিল না; এজন্য তখনও সে তাঁহার

সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিল না। চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি সে ঐ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত বোধ করিল না। সে মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিল, যদিও তাঁহার সন্তান না থাকে, অন্য কোনও উত্তরাধিকারী থাকা অসম্ভব নহে; যদি উত্তরাধিকারীও না থাকে, তাঁহার কেহ উত্তমর্ণও থাকিতে পারে। আমি তাঁহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিব, আর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা বা উত্তমর্ণেরা বঞ্চিত হইবেন, ইহা কোনও ক্রমে ন্যায়ানুগত নহে

ক্রমাগত রোগভোগ করিয়া ও আহারের কষ্ট পাইয়া, বৃদ্ধার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; তথাপি সে, সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করা,

কিংবা সেই সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া নিজ প্রয়োজনে নিয়োজিত করা, উচিত বিবেচনা করিল না। কিন্তু পাছে ন্যস্ত সম্পত্তি যথার্থ অধিকারীর হস্তে অর্পিত না করিয়া মরিয়া যায়, এই দুর্ভাবনায় সে অস্থির ও অসুখী হইতে লাগিল এবং এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল।

অবশেষে বৃদ্ধা শুনিতে পাইল, ঐ সম্পন্ন ব্যক্তি প্রুশিয়া দেশে বিবাহ করিয়াছিলেন; তথায় তাঁহার পত্নী ও কতিপয় শিশুসন্তান বিদ্যমান আছেন। তখন বৃদ্ধার আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে অবিলম্বে তাঁহার পত্নীর নিকট এই সংবাদ পাঠাইল, আপনার স্বামী, আমার নিকট প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন; আপনি সত্বর আসিয়া লইয়া যাইবেন। তদনুসারে তিনি বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলে, সে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত করিয়া বলিল, আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, আমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইল। বোধ হয় আমি অধিক দিন বাঁচিব না; আর কিছু দিন আমি আপনাদের সংবাদ না পাইলে, আপনারা এই সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইতেন।

এই বলিয়া, বৃদ্ধা, যেরূপে ঐ সম্পত্তি তদীয় হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ নির্দেশ করিল। ধনস্বামীর পত্নী, অসম্ভাবিতরূপে প্রভূত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, যত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সেই দরিদ্রা বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণে ও ব্যবহার দর্শনে, তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আহ্লাদিত হইলেন। ফলতঃ তিনি তদীয় ঈদৃশ ন্যায়পরতা ও ধর্মপরায়ণতা দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া, আন্তরিক ভক্তি সহকারে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন; এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই স্ত্রীলোক যেরূপ সাধু, ইহাকে তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করা উচিত; না করিলে, আমি নিঃসন্দেহ অধর্মগ্রস্ত হইব।

এই স্থির করিয়া তিনি সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, অয়ি ধর্মশীলে, তুমি আমাদের যে মহোপকার করিলে, আমায় কিয়দংশে তাহার পরিশোধ করিতে দাও। এই বলিয়া, তিনি তাহাকে বহু সহস্র মুদ্রা দিতে উদ্যত হইলেন। তখন বৃদ্ধা বলিল, অর্থের লোভ থাকিলে, আমি এই সমস্ত সম্পত্তি অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারিতাম। আপনার স্বামী আমায়

যথেষ্ট স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন; আমি যে তাঁহার ন্যস্ত সম্পত্তি তদীয় উত্তরাধিকারীর হস্তে অর্পিত করিতে পারিলাম, তাহাতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি; আমার আর পুরস্কারের প্রয়োজন নাই। আপনি যদি আমার উপর তাঁহার ন্যায় স্নেহদৃষ্টি রাখেন, তাহাই আমি প্রভূত পুরস্কার বলিয়া পরিগণিত করিব।

পিতৃবৎসলতা

য়ুরোপের যে সকল ভদ্রসন্তান সৈন্যসংক্রান্ত কর্মে নিযুক্ত হয়, তাহারা প্রথমতঃ কিছুদিন যুদ্ধকার্য্যের উপযোগী বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া থাকে। এই শিক্ষা দিবাব নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহারা ঐ সকল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদিগকে আহার, পবিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে, তত্রত্য নিয়মাবলীর অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়; যাহাবা অন্যথাচরণ করে, তাহারা বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডেব এইরূপ কোনও বিদ্যালয়ে একটি বালক নিযুক্ত হইয়াছিল। সে সুবোধ, সাবধান, সচ্চরিত্র ও কর্ত্তব্য বিষয়ে সম্যক্ অবহিত লক্ষিত হওয়াতে, তথাকার অধ্যক্ষ তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে, যখন সকল বালক আহার করিত, সেই বালকও তাহাদের সঙ্গে আহার করিতে বসিত। আহারের সময়, অন্য অন্য বালকেরা গল্প ও আমোদ করিত; কিন্তু সে সেরূপ করিত না। সে, প্রথমে সুপপান করিয়া, রুটি ও জল খাইয়া উদরপূর্ত্তি করিত; মাংস প্রভৃতি যে সমস্ত উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হইত, তাহা সে স্পর্শও করিত না। ইহা দেখিয়া তাহার সহচরেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কোনও উত্তর দিত না, বিষণ্ণবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিত।

এই বিষয় অধ্যক্ষের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, অহে যুবক; এরূপ আচরণ করিতেছ কেন? তোমায়, আহারবিষয়ে

এখানকার নিয়ম অনুসারে চলিতে হইবে; সকলে যেরূপ আহার করে, তোমারও সেইরূপ আহার করা আবশ্যক। এ সাংগ্রামিক বিদ্যালয়। যে বিষয়ে যে নিয়ম আবদ্ধ আছে, কোনও অংশে, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। অতএব সাবধান করিয়া দিতেছি, অতঃপর তুমি রীতিমত আহার করিবে, কদাচ অন্যথাচরণ করিবে না।

অধ্যক্ষ এইরূপে সাবধান করিয়া দিলেও, সেই যুবক পূর্ববৎ, সূপ, রুটি, জল, এইমাত্র আহার করিতে লাগিল। অধ্যক্ষ শুনিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিকটে আনাইয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, তুমি অন্যান্য সকল বিষয়ে সুবোধ বটে; কিন্তু এ বিষয়ে তোমায় অতিশয় অবাধ্য দেখিতেছি। সেদিন সাবধান করিয়া দিয়াছি, তথাপি তুমি বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছ। যদি স্বেচ্ছানুসারে চলা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, তোমায় বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে।

এই প্রকার ভয় প্রদর্শন করায়, বালক অতিশয় ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হইল; এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে বলিল, মহাশয়, আমায় ক্ষমা করুন; আমি ইচ্ছাপূর্বক বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন বা আপনার উপদেশ অবহেলা করি নাই। যে কারণে উপাদেয় বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকি, তাহা আপনার গোচর করিতেছি। আমার পিতা যারপরনাই নিঃস্ব; অতিকষ্টে আমাদের দিনপাত হয়। যখন বাটীতে ছিলাম, জঘন্য পোড়া রুটি মাত্র খাইতে পাইতাম, তাহাও পর্য্যপ্ত পরিমাণে নহে; এক দিনও আহার করিয়া পেট ভরিত না। এখানে আমি প্রতিদিন, উত্তম সূপ ও উত্তম রুটি পেট ভরিয়া খাইতেছি। এখানে আসিবার পূর্বে, আমি কখনও এরূপ উত্তম ও প্রচুর আহার পাই নাই। আমার পিতা মাতা প্রায় প্রতিদিন, একপ্রকার উপবাসী থাকেন। আহার করিতে বসিলেই তাঁহাদিগকে মনে পড়ে; তাঁহাদের আহারের কষ্ট মনে করিয়া, উপাদেয় বস্তুর ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

সেই সুবোধ বালকের এই সকল কথা শুনিয়া অধ্যক্ষ সাতিশয়

চমৎকৃত হইলেন, এবং মনে মনে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, কেন, তোমার পিতা, বহুকাল রাজকর্ম্ম করিয়াছিলেন; তিনি কি পেন্‌শন্ পান নাই? বালক বলিল, না মহাশয়, তিনি পেন্‌শন্ পান নাই; পেন্‌শনের প্রত্যাশায়, একবৎসরকাল, রাজধানীতে ছিলেন, কৃতকার্য হইতে পারেন নাই; অবশেষে অর্থাভাবে আর এখানে থাকিতে না পারিয়া, হতাশ হইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিয়াছেন; তিনি পেন্‌শন্ পাইলে, আমাদের এত কষ্ট হইত না।

ইহা শুনিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যাহাতে তোমার পিতা পেন্‌শন্ পান, তাহার উপায় করিব। আর, যখন তোমার পিতার এরূপ অবস্থা শুনিতেছি, তখন তিনি আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত, সময়ে সময়ে, তোমায় কিছু দিয়া থাকেন, আমার এরূপ বোধ হইতেছে না; সুতরাং, সেজন্য তোমার বিলক্ষণ কষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। আপাততঃ, তুমি তিনটি গিনি লও; ইহা দ্বারা নিজ আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ করিও; আর যত সত্বর পারি, তোমার পিতার আগামী ছয় মাসের পেন্‌শন্ পাঠাইয়া দিতেছি।

এই কথা শুনিয়া, বালক আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল; এবং অধ্যক্ষের দত্ত তিনটি গিনিতে অবিচলিতভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। কিয়ংক্ষণ

পরে বলিল, আপনি আমার পিতার নিকটে সত্বর পেন্‌শনের টাকা পাঠাইবেন, বলিলেন ; ঐ টাকা কিরূপে পাঠাইবেন ? অধ্যক্ষ বলিলেন, তোমার সে ভাবনা করিতে হইবে না ; আমরা অনায়াসে তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইতে পারিব। বালক বলিল, না মহাশয়, আমি সে ভাবনা করিতেছি না ; আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যখন আপনি আমার পিতার নিকট টাকা পাঠাইবেন, ঐ সঙ্গে এই তিনটি গিনিও পাঠাইয়া দিবেন। ' আমি যতদিন এখানে থাকিব, আমার এক পয়সাও প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু, এই তিনটি গিনি পাইলে, তাঁহাব যথেষ্ট উপকার হইবে।

অধ্যক্ষ, তদীয় সদ্বিবেচনা ও পিতৃবৎসলতার আতিশয্য দর্শনে, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তব তিনি, রাজার গোচর করিয়া, তাহার পিতাব পেন্‌শনের ব্যবস্থা করিলেন ; এবং আগামী ছয় মাসের পেন্‌শন্ ও সেই তিনটি গিনি, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

তদবধি সেই নিঃস্ব পরিবাবের, দুঃখের অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া, অপেক্ষাকৃত সুখের অবস্থা উপস্থিত হইল।

নিঃস্বার্থ পরোপকার

পাবী নগবে, হেনো নামে এক বিধবা নারী থাকিতেন। তিনি নস্যবিক্রয় ব্যবসায় দ্বাবা, বহুকাল পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছিলেন ; কিন্তু বায়াত্তব বৎসর বয়সে, অতিশয় নিঃস্ব ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। যে গৃহে তাঁহার বিপণি ছিল, তাহার ভাটকদানে অসমর্থ হওয়াতে, তাঁহাকে ঐ গৃহ ছাড়িয়া দিতে হইল। এক্ষণে তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। তাঁহার দুই পুত্র বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন ; এই দুঃসময়ে তাঁহারা তাঁহার কিছুমাত্র আনুকূল্য করিলেন না।

মারগারে দেমূর্লাঁ নামে তাঁহার এক পরিচারিকা ছিল। সে তেইশ

বৎসর তাঁহার নিকটে কর্ম করে। এক্ষণে স্বামিনীর তুরবস্থা দেখিয়া, তাহার দয়া উপস্থিত হইল। সে, দয়া করিয়া আনুকূল্য না করিলে, নিঃসন্দেহ অনাহারে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিত।

দেমূর্লা, প্রথমতঃ এক প্রতিবেশীর নিকটে উপস্থিত হইল; এবং সাতিশয় বিনয়পূর্বক নিতান্ত কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আপন বিপণির এক পার্শ্বে, আমার স্বামিনীকে একটু স্থান দেন। তিনি সম্মত হইলে, সে হেনোকে সেই স্থানে লইয়া গেল। তথায় তিনি পূর্ববৎ মস্যবিক্রয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে যে লাভ হইতে লাগিল, তদ্দারা তাঁহার ব্যয়নির্বাহ হওয়া কঠিন দেখিয়া, দেমূর্লা তাঁহার আনুকূল্যের নিমিত্ত, সূচীকর্ম প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু উপার্জন করিতে লাগিল।

প্রতিবেশীরা দেমূর্লাকে সুশীলা, দয়াশীলা ও সচ্চরিত্রা বলিয়া জানিত, এজন্য অনেকেই তাহাকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইত। কিন্তু, এমন তুঃসময়ে আমি ইঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিব না; আমি চলিয়া গেলে, ইঁহার কষ্টের সীমা থাকিবে না; ইনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, আমি কুত্রাপি যাইব না; এই বলিয়া সে কাহারও প্রস্তাবে সম্মত হইল না।

এইরূপে, নিরুপায় হেনো যতদিন জীবিত রহিলেন, দেমূর্লা

সাধ্যানুসারে তাঁহার পরিচর্য্যা ও প্রাণরক্ষা করিল। কিন্তু, সে তাঁহার কতদূর পর্য্যন্ত উপকার করিতেছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন না। দেমূলাঁর নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন দূরে থাকুক, তিনি অকারণে কুপিত হইয়া, সতত তাহাকে প্রহার ও তিরস্কার করিতেন; দেমূলাঁ তাহাতেও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইত না। বিশেষতঃ, সে তাঁহার নিকটে যে তেইশ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিল, তন্মধ্যে পনর বৎসরের বেতন পায় নাই। ইহাকেই নিঃস্বার্থ পরোপকার বলে। ফলতঃ, দেমূলাঁর আচরণ, দয়া, ভদ্রতা ও প্রভুভক্তির অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।

পারী নগরে, ফ্রেঞ্চ একাডেমি নামে এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে। সৎকর্ম্মে লোকের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত, সমাজের অধ্যক্ষেরা, প্রতিবৎসর এক এক পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবেচনায়, যে ব্যক্তি সর্বাংশে প্রশংনীয় সৎকর্ম করে, সে ঐ পুরস্কার পায়। দেমূলাঁর আচরণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহারা এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, সে ঐ বৎসরের পুরস্কারের সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য, ইহা স্থির করিয়া, তাহাকেই ঐ পারিতোষিক দিলেন।

আতিথেয়তা

মঙ্গো পার্ক নামে এক ব্যক্তি, দেশপর্য্যটন দ্বারা লোকসমাজে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে, আফ্রিকার অন্তঃপাতী বাম্বারা রাজ্যের রাজধানী সিগো নগরে উপস্থিত হইলেন; এবং তত্রত্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলেন। মধ্যে এক নদীর ব্যবধান আছে; উহা উত্তীর্ণ হইয়া, রাজবাটী যাইতে হইবে। সে দিবস, পারঘাটায় এত জনতা হইয়াছিল যে, অন্যূন দুই ঘণ্টা কাল তাঁহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল।

এই অবকাশে, রাজপুরুষেরা রাজার নিকট সংবাদ দিল, মহারাজ,

এক হীনবেশ শ্বেতকায় মনুষ্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। শ্রবণমাত্র, নৃপতি আপন এক অমাত্যকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। তিনি, পার্কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমি রাজকীয় আদেশ-ক্রমে আপনাকে জানাইতেছি, আপনি তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে নদী পার হইবেন না। তৎপরে অমাত্য কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক গ্রাম দেখাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, আজ আপনি ঐ গ্রামে রাত্রিযাপন করুন।

পার্ক শুনিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন; কিন্তু আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া, সেই গ্রামে চলিলেন। পথিমধ্যে রজনী ও ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি থাকিবার উপযুক্ত

স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, বিদেশীয় লোক বলিয়া, কেহ সাহস করিয়া, তাঁহাকে আশ্রয় দিল না; সুতরাং তিনি বিলক্ষণ বিপদে পড়িলেন। বিশেষতঃ, সেখানে বন্য জন্তুর অতিশয় উপদ্রব; অনাবৃত স্থানে থাকিলে, প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব, কি উপায়ে নিরাপদে রাত্রিযাপন করিবেন, তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে, তিনি অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া. এক বৃক্ষের স্কন্ধদেশে অশ্ব বন্ধন করিলেন; পরে, বৃক্ষের উপর বসিয়া রজনীযাপন করিব, তাহা হইলে বন্য জন্তুতে আক্রমণ করিতে পারিবে না; এই স্থির করিয়া, বৃক্ষে আরোহণ.করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, এক

বৃদ্ধা কাফ্‌রি সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া, স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, ইনি বিদেশীয় লোক, আশ্রয় না পাইয়া, ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত হইয়াছেন। তখন সে, তাঁহাকে তাহার অনুগামী হইতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে, তিনি তাহার সমভিব্যাহারে চলিলেন।

বৃদ্ধা, আপন আবাসে উপস্থিত হইয়া, কুটীরের এক অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিল। তাহার কন্যারা গৃহকর্মে ব্যাপৃতা ছিল। সে তাহাদিগকে অগ্রে অতিথিপরিচর্য্যার আয়োজন করিতে বলিল। তাহারা, অবিলম্বে এক বৃহৎ মৎস্য আনিয়া, তাঁহার নিমিত্ত আহার প্রস্তুত করিল; এবং পর্য্যাপ্ত আহার করাইয়া, মাদুর পাতিয়া তাঁহাকে, শয়ন করাইল। এইরূপে অতিথিপরিচর্য্যা সমাপ্ত হইলে, তাহারা পুনরায় গৃহকর্মে প্রবৃত্ত হইল; এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত কর্ম করিতে লাগিল।

কাফ্‌রিকন্যারা, বোধ হয়, শ্রমলাঘবের নিমিত্ত কর্ম করিতে করিতে গান করিতে লাগিল। পার্ক, কাফ্‌রিভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন। গান শুনিয়া, কাফ্‌রিজাতির উপর তাঁহার বিলক্ষণ ভক্তি জন্মিল। দেখিলেন, তিনিই তাহাদের গানের বিষয়। গানের মর্ম এই, ঝড় বহিতেছিল; বৃষ্টি পড়িতেছিল; উপায়হীন শ্বেতকায় মনুষ্য, ক্লান্ত হইয়া আমাদের বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতেছিলেন; তাঁহার জননী নাই, যে, দুগ্ধ দেন; স্ত্রী নাই যে, আহার প্রস্তুত করিয়া দেন; আইস, আমরা শ্বেতকায় মনুষ্যকে আশ্রয় দি; তাঁহার কেহ নাই, তিনি নিরাশ্রয়।

কাফ্‌রিনারীদিগের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে, পার্ক, মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। সেই রাত্রি তাহারা আশ্রয় না দিলে, তাঁহার দুর্গতির সীমা থাকিত না; হয় ত, প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটিত। রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; গৃহস্বামিনীর নিকটে গিয়া, আন্তরিক ভক্তি সহকারে, তাহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন এবং তাহার ও তাহার কন্যাদের নিকটে বিদায় লইয়া, রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

প্রভুভক্তি ও দয়াশীলতা

পারী নগরে, মিজিওঁ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সামান্ত ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। কিছুদিন পরে, বিস্তর ক্ষতি হওয়াতে, তাঁহার ব্যবসায় রহিত হইয়া গেল। তিনি অতিশয় কষ্টে পড়িলেন। লা ব্লন্দ নামে তাঁহার এক তরুণী পরিচারিকা ছিল; তাঁহার দুঃসময় ঘটাতে, কেবল সেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল না, আর সকলে চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে, মিজিওঁর মৃত্যু হইল। তাঁহার স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তান রহিল। কিন্তু তাহাদের ভরণপোষণের কোন উপায় ছিল না। তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া, লা ব্লন্দের অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। সে দাসীবৃত্তি করিয়া, ক্রমে ক্রমে পনর শত ফ্রাঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছিল, সমুদয় তাহাদের ভরণপোষণে নিয়োজিত করিল। ইহা ভিন্ন, তাহার কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে যে দুই শত ফ্রাঙ্ক উপস্বত্ব পাইত,

তাহাও তাহাদের ব্যয়ে নিয়োজিত হইল। এইরূপে, সে, ঐ অনাথ পরিবারের প্রতিপালন করিতে লাগিল। এই দয়াশীলা পরিচারিকাকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, অনেকে অভিলাষ করিতেন। কিন্তু, সে এইমাত্র

উত্তর দিত, আমি যদি ইহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাই, কে ইহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ?

কিছুদিন পরে, মিজিওঁর পত্নীর উৎকট রোগ জন্মিল। ইতঃপূর্বে লা ব্রন্দ এই নিরুপায় পরিবারের ভরণপোষণে সর্বস্ব সমর্পিত করিয়াছিল; তাহার হস্তে আর কিছুই ছিল না। সে, তাঁহাদের নিমিত্ত, অবশেষে বসন, ভূষণ প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিল।

যে সকল স্ত্রীলোক, হাসপাতালে গিয়া রোগীদিগের পরিচর্য্যা করে, তাহারা কিছু কিছু পাইয়া থাকে। লা ব্রন্দ, দিবাভাগে মিজিওঁর পত্নীর শুশ্রূষা করিত; এবং তাহাদের ব্যয়নির্বাহের নিমিত্ত, রাজধানীতে হাসপাতালে গিয়া, রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইত।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে, মিজিওঁর পত্নীর প্রাণত্যাগ হইল। পারী নগরে, অনাথ বালকবালিকাদিগের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত, দীনাশ্রয় নামে স্থান আছে। কেহ কেহ লা ব্রন্দকে এই পরামর্শ দিল, অতঃপর তুমি এই দুটি শিশুকে দীনাশ্রমে পাঠাইয়া দাও। সে, এই প্রস্তাব শুনিয়া অতি রোষ ও ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বলিল, আমি ইহাদিগকে কখনই ছাড়িতে পারিব না; ইহাদিগকে আমার বাসস্থানে লইয়া যাইব। আমার যে দুই শত ফ্রাঙ্ক আয় আছে, তদ্দ্বারা আমার নিজের ও ইহাদের ভরণপোষণ অনায়াসে সম্পন্ন হইবে।

সাধুতার পুরস্কার

পারী নগরে এক ব্যক্তি অতি দরিদ্র ছিলেন। তিনি বহু কষ্টে দিনপাত করিতেন। সুইজেং নামে এক তরুণী ভ্রাতৃতনয়া ব্যতিরিক্ত, তাঁহার আর কেহই ছিল না। এই ভ্রাতৃকন্যা অতি সুশীলা ও সচ্চরিত্রা ছিল, এবং আপন পিতৃব্যকে অতিশয় ভালবাসিত। নিতান্ত অসঙ্গতি-

প্রযুক্ত, পিতৃব্য, ভ্রাতৃতনয়ার ভরণপোষণ করিতে পারিতেন না। সে, এক গৃহস্থের বাটীতে দাসীবৃত্তি করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিত; এবং বেতনস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইত, তাহা দিয়া পিতৃব্যের আনুকূল্য করিত।

কিছুদিন পরে, ঐ কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ও দিন নির্দ্ধারিত হইল। সমুদয় আয়োজন হইতেছে, দুই তিন দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে; এমন সময়ে, সহসা তদীয় পিতৃব্যের মৃত্যু হইল। তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়নির্বাহ হয়। তখন সুইজেং বরকে বলিল, দেখ, আমার পিতৃব্যের মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার কোনও উপায় নাই। আমি বৈবাহিক পরিচ্ছদ কিনিবার নিমিত্ত যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, তাহা ভিন্ন আমার হস্তে এক কপর্দকও নাই। এক্ষণে তাহা দ্বারা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করি; পরে, পুনরায় সঞ্চয় করিয়া, পরিচ্ছদ কিনিব। আপাততঃ কিছুদিনের নিমিত্ত, আমাদের বিবাহ স্থগিত থাকুক।

সুইজেং যে বাটীতে কর্ম করিত, ঐ বাটীর কর্ত্রী, তাহার প্রস্তাব

শুনিয়া, উপহাস করিতে লাগিলেন; এবং বলিলেন, তোমার পিতৃব্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেরূপে সম্পন্ন হয় হউক, সে অনুরোধে উপস্থিত বিবাহ

স্থগিত রাখা কোনও মতে উচিত নহে। অতএব, আমার পরামর্শ এই, নির্দ্ধারিত দিবসে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাউক। সুইজেৎ, তাঁহার পরামর্শ শুনিল না; বলিল, যথাবিধানে পিতৃব্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না করিয়া, আমি কদাচ বিবাহ করিব না; যদি করি, তাহা হইলে আমার মত পাপীয়সী আর নাই। আব, যদি এজন্য আমার বিবাহ না হয়, তাহাতেও আমি দুঃখিত নহি।

এই উপলক্ষে বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। গৃহস্বামিনী ও বর, উভয়ে নির্দ্ধারিত দিবসে বিবাহ হওয়া আবশ্যক বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; সুইজেৎ, কোনও মতে সম্মত হইল না। অবশেষে, গৃহস্বামিনী কুপিতা হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন; এবং বরও, আমি আব তোমাকে বিবাহ করিব না বলিয়া, সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিল। সুইজেৎ, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত বা উৎকণ্ঠিত না হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল; এবং পিতৃব্যের আলয়ে উপস্থিত হইয়া, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন কবিতে লাগিল।

যথাবিধানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কবিয়া সুইজেৎ, বিরলে বসিয়া, পিতৃব্যের শোকে বিলাপ ও পবিতাপ করিতেছে, এমন সময়ে, এক সুশ্রী সুবেশ, যুবা পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইনি বহু দিন অবধি সুইজেৎকে জানিতেন; তাহার কর্ম্মচ্যুত হওয়ার ও সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কাবণ অবগত হইয়া, তাহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন; এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই; এক্ষণে সুইজেতের পাণিগ্রহণ করিবেন স্থির করিয়া, তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।

সুইজেৎ এই ব্যক্তিকে সুশীল, সচ্চরিত্র ও বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক বলিয়া জানিত। ইহাকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া, শোকসংবরণ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। ঐ ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া, সাদর বচনে বলিলেন, সুইজেৎ, শুনিলাম তুমি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছ; এবং বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমি তোমার পাণিগ্রহণে প্রস্তুত আছি। সুইজেৎ শুনিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মহাশয়, আপনি

বড় লোক, আমি অতি দীন ; আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে, আপনি পরিহাস করিতেছেন ; আমার এই শোকের ও দুঃখের সময়, এরূপে পরিহাস করা উচিত নয়।

এই কথা শুনিয়া সেই যুবক বলিলেন, অয়ি সুশীলে, ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, তোমায় পরিহাস করিতেছি না ; আমি এত নির্বোধ, এত নিষ্ঠুর, এত অধম নহি যে, তোমার মত গুণবতী মহিলার শোকে ও দুঃখে দুঃখিত না হইয়া, পরিহাস করিব ; তুমি এক মুহূর্তের নিমিত্তও সেরূপ ভাবিও না। তুমি জান, আমার বিবাহ হয় নাই। এক্ষণে আমার বিবাহ করা স্থির হইয়াছে। বিবাহ করিতে হইলে, তোমার মত গুণবতী কামিনী কোথায় পাইব ?

এই সকল কথা শুনিয়া সুইজেৎ বলিল, না মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন, ইহা শুনিয়া আর আমি পরিহাস মনে করিতেছি না। আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিলে, আমার পক্ষে বিলক্ষণ সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু আপনি সকল লোকের অবজ্ঞাভাজন ও উপহাসাস্পদ হইবেন ; এজন্য আমার পাণিগ্রহণ করা আপনার পক্ষে পরামর্শসিদ্ধ নহে। তখন তিনি হাস্যমুখে বলিলেন, যদি কেবল এই তোমার আপত্তি হয়, সেজন্য ভাবনা করিতে হইবে না। এখন উঠ, আর এখানে কালহরণ করিবার প্রয়োজন নাই ; আমার জননী তোমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন।

সুইজেতের পিতৃব্য একটি বিড়ালকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ঐ বিড়াল মরিয়া গেলে পর, উহার চর্ম লইয়া তিনি বিড়ালের আকৃতি নির্মিত করাইয়াছিলেন। ঐ আকৃতি তাঁহার শয্যার শিখরদেশে স্থাপিত থাকিত। প্রস্থানকালে সুইজেৎ বলিল, দেখুন, আমি পিতৃব্যকে অতিশয় ভাল বাসিতাম ; তাঁহার স্মরণার্থে এই আকৃতিটি লইয়া যাইব। এই বলিয়া, ঐ আকৃতি উঠাইতে গিয়া, উহার অসম্ভব ভার দর্শনে, সে চমৎকৃত হইল। তখন সেই যুবক, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তাদৃশ ভারের কারণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, বিড়ালের চর্ম ছিন্ন করিবামাত্র, স্বর্ণমুদ্রার বর্ষণ হইতে লাগিল। সুইজেতের পিতৃব্য অতিশয় কৃপণ ছিলেন ;

আহারাদির ক্লেশ সহ্য করিয়াও, সহস্র লুইদোর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে, তাঁহার সঞ্চিত বিত্ত তদীয় সুশীলা ভ্রাতৃতনয়ার নিরুপম গুণের পুরস্কার হইল।

পরের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণদান

সান্তেতিয়ন্ নামে এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হওয়াতে, তিনি লুকাইয়া থাকেন। রাজপুরুষেরা সবিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি প্রকাশভয়ে অধিক দিন একস্থানে থাকিতে পারিতেন না; কোনও স্থানে দুই তিন দিন থাকিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেন। তাঁহার, প্রতিক্ষণেই রাজপুরুষদিগের হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা হইত। যাহার আলয়ে লুকাইয়া থাকেন, পাছে, সে ব্যক্তিই ভয়ে প্রকাশ করিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় তিনি কোন স্থানেই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন না; কারণ, যাহারা তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিবে, অথবা তাঁহার লুকাইয়া থাকিবার স্থান জানিতে পারিয়াও রাজপুরুষদিগের গোচর না করিবে, তাহাদেরও প্রাণদণ্ড অবধারিত ছিল।

পারী নগরে, পেসাক্‌নাম্নী এক অতি সচ্চরিত্রা, দয়াশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া, সান্তেতিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং বলিলেন, আপনি যে বিষম বিপদে পড়িয়াছেন, তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি। আপনি আমার আলয়ে চলুন; সেখানে থাকিলে, কেহই আপনার অনুসন্ধান পাইবে না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, সান্তেতিয়ন্ বলিলেন, আপনি যে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন, এবং এই বিপদের সময় দয়া করিয়া, আশ্রয় দিতে চাহিতেছেন, ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত বোধ করিতেছি, বলিতে পারি না। কিন্তু এ হতভাগ্যকে আশ্রয় দিলে, আপনি নিঃসন্দেহ, বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন; আপনার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এই কারণে, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না। যেরূপ

দেখিতেছি, আমার প্রাণরক্ষার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এমন স্থলে, আমি অকারণে আপনার প্রাণদণ্ডের হেতু হইতে পারি না।

সান্তেতিয়নের এই কথা শুনিয়া পেসাক্ বলিলেন, মহাশয়, আপনি অন্যায় বলিতেছেন। আপনকার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিলে, পাছে বিপদে পড়ি, এই ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া, আমি আপন আবাসে নিশ্চিন্ত

বসিয়া থাকিব, সাধ্যানুসারে আপনার সাহায্য করিব না, ইহা কখনই হইবে না। আপনি বলিতেছেন, আপনাকে আমার আলয়ে লইয়া গেলে, আমারও প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিপদের সময়ে যদি বন্ধুর সাহায্য করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রাণধারণের কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না।

অবশেষে সান্তেতিয়ন্, পেসাকের যত্ন ও বিনয়ের বশীভূত হইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন। যাহাতে, তিনি সেখানে লুকাইয়া আছেন বলিয়া কেহ জানিতে না পারে, পেসাক্ অশেষ প্রকারে সেইরূপ কৌশল করিতে লাগিলেন। কিন্তু, অল্পদিনের মধ্যেই, এ বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। সান্তেতিয়নের প্রাণদণ্ড হইল; পেসাক্, তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এই অপরাধে তিনিও অবিলম্বে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

যৎকালে এই দয়াশীলা স্ত্রীলোক ধৃত ও রাজপুরুষদিগের সম্মুখে নীত

হইয়াছিলেন, তিনি কিছুমাত্র ভীত বা দুঃখিত হয়েন নাই। তাঁহার আকারে বা কথোপকথনে, ভয়ের বা দুঃখের কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, তিনি স্বচ্ছন্দমনে ও অম্লানবদনে তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহার দয়া, সৌজন্য ও অকুতোভয়তা দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই মোহিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন।

প্রভুভক্তি

পারী নগরে লা জুইনে নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। রাজদণ্ডে প্রাণবধের আদেশ হওয়াতে, তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন; এবং রেন্ নামক স্থানে তাঁহাদের যে বসতিবাটী ছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সেই বাটীতে এক পরিচারিকা ব্যতিরিক্ত আর কেহ ছিল না। তিনি, কি অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, আপাততঃ পরিচারিকার নিকট তাহা ব্যক্ত করিলেন না।

কতিপয় দিনের পর, লা জুইনে সংবাদপত্রে দেখিলেন, রাজপুরুষেরা এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যাহারা রাজদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিবে, কিংবা যে সকল পরিচারক অথবা পরিচারিকা তাদৃশ ব্যক্তিদের গোপন করিবে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। তখন তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, পরিচারিকাকে বলিলেন দেখ, রাজদণ্ডে আমার প্রাণবধের আদেশ হইয়াছে; সেজন্য আমি পারী হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে লুকাইয়া আছি। আজ সংবাদপত্রে দেখিলাম, যদি কোনও পরিচারক বা পরিচারিকা রাজদণ্ডগ্রস্ত প্রভুর গোপন করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। এখানে থাকিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।

এই কথা শুনিয়া, পরিচারিকা বলিল, মহাশয়, আমি বহুকাল আপনার আশ্রয়ে আছি, এবং আপনার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি। এক্ষণে বিপদের সময় যদি আমি এখান হইতে চলিয়া যাই, তাহা হইলে

আমা অপেক্ষা কৃতঘ্ন আর কেহই হইতে পারে না। এ অবস্থায় আমি কখনই আপনার আলয় পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে যাইব না। যদি আপনার নিকট থাকিয়া ও আপনার পরিচর্য্যা করিয়া, আমার প্রাণদণ্ড হয়, তাহাতে আমি কাতর নহি, বরং শ্লাঘা জ্ঞান করিব ; আমি মৃত্যুকে
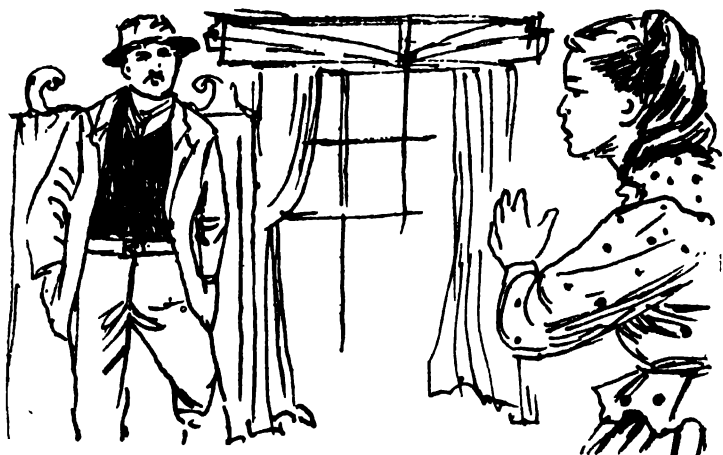
কিছুমাত্র ভয়ানক জ্ঞান করি না। যদি আপনার প্রাণরক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশেও সাহায্য করিতে পারি, জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিচারিকার উক্তি শুনিয়া ও ভক্তি দেখিয়া, লা জুইনে চমৎকৃত হইলেন ; এবং বলিলেন, দেখ, আমার উপর তোমার যে এতদূর পর্য্যন্ত স্নেহ, ইহা অবগত হইয়া, আমি কত প্রীত হইলাম, বলিতে পারি না। কিন্তু অকারণে আমি তোমার প্রাণদণ্ড হইতে দিব না ; কারণ, তুমি এখানে থাকিয়া, আমার প্রাণরক্ষা বিষয়ে কোনও অংশে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবে না, লাভের মধ্যে তোমারও প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি এখানে লুকাইয়া আছি, যদি তুমি ইহা কাহারও নিকট ব্যক্ত না কর, তাহা হইলে, আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

এইরূপে লা জুইনে পরিচারিকাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন ; সে কোনও ক্রমে তাঁহার আলয় হইতে চলিয়া যাইতে সম্মত হইল না। তিনি অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন, তথাপি সে সম্মত হইল না ; তিনি

যৎপরোনাস্তি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অতিশয় ভৎ‍র্সনা করিলেন, তথাপি সে সম্মত হইল না। অবশেষে তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমার প্রভু, তোমায় আদেশ করিতেছি, অবিলম্বে আমার আলয় হইতে চলিয়া যাও। তখন সে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে বলিল, আপনি ক্ষমা করুন, প্রাণ থাকিতে আমি এমন সময়ে আপনকার আলয় হইতে চলিয়া যাইতে পারিব না। আমি বহুকাল আপনার পরিচর্য্যা করিয়াছি; এক্ষণে আপনার নিকট থাকিতে দেন।

পরিচারিকার ভাব দর্শনে ও প্রার্থনা শ্রবণে, তিনি নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন; এবং অগত্যা তাহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এ দিকে, তাঁহার পলায়নের সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র, রাজপুরুষেরা সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন সহকারে তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই প্রভুভক্তিপরায়ণা পরিচারিকা, সকল বিষয়ে এরূপ বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শিত করিতে লাগিল যে, তিনি কোথায় লুকাইয়া আছেন, তাঁহারা তাহার কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিপক্ষপক্ষ অপদস্থ হওয়াতে, লা জুইনে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

নিঃস্পৃহতা

ইংলণ্ডদেশীয় ডিউক অব মণ্টেগু অতিশয় দয়ালু ও দীনপ্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল, নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের দুঃখমোচনের নিমিত্ত সর্বদা প্রচ্ছন্নবেশে ভ্রমণ করিতেন। এক দিন প্রাতঃকালে তিনি ঐ অভিপ্রায়ে এক অনাথমণ্ডলীতে উপস্থিত হইলেন; এবং এক বৃদ্ধা নারীকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে অতিশয় দুঃসময় উপস্থিত; এরূপ সময়ে তুমি কিরূপে দিনপাত কর। যদি আবশ্যক থাকে, বল, আমি তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। বৃদ্ধা বলিল, জগদীশ্বরের কৃপায় আমি স্বচ্ছন্দে আছি; আমার কোনও অপ্রতুল

নাই। যদি দীন দেখিয়া, দয়া করিয়া, দিতে ইচ্ছা থাকে, ঐ গৃহে এক অনাথা আছে, তাহাকে সাহায্যদান করুন; অনাহারে তাহার প্রাণ-প্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে।

বৃদ্ধার বাক্য শুনিয়া, ডিউক মহোদয় নির্দিষ্ট গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং সেই অনাথা উপায়বিহীনা নারীকে কিছু দিয়া, পুনরায় বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যদি তোমার আর কোনও প্রতিবেশীর
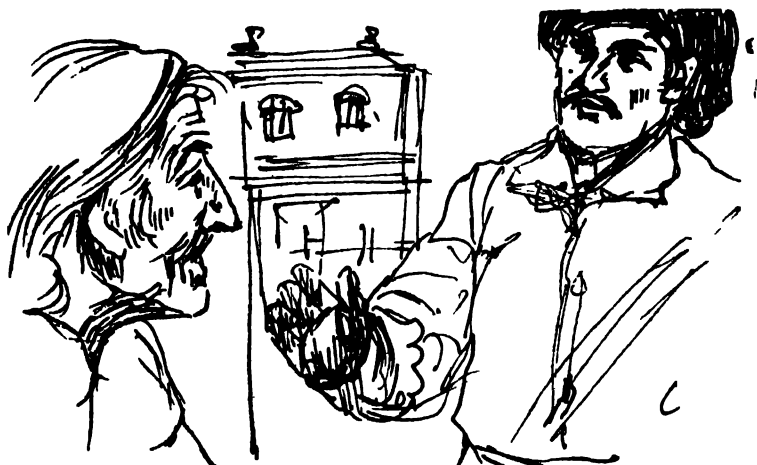
অপ্রতুল থাকে, বল। তাঁহার, পুনরায় সেই বৃদ্ধাব নিকটে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাকেও কিছু দিবেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, আর কাহারও অপ্রতুল আছে কি না, এই জিজ্ঞাসা করিলে, সে অবশ্য আপন অবস্থা জানাইবে। কিন্তু, বৃদ্ধা বলিল, হাঁ মহাশয়, আমার আর এক প্রতিবেশী আছে; সে অতিশয় দুঃখী ও অতিশয় সৎস্বভাব। ডিউক বলিলেন, অয়ি বৃদ্ধে, আমি এ পর্য্যন্ত তোমার মত নিঃস্পৃহ ও সাধুশীল স্ত্রীলোক দেখি নাই। যদি তুমি বিরক্ত না হও, আমি তোমার নিজের অবস্থা সবিশেষ জানিবার অভিলাষ করি। তখন বৃদ্ধা বলিল, আমি নিতান্ত দুঃখিনী নহি; আমি কাহারও কিছু ধারি না; তদ্ভিন্ন আমার পনর টাকা সংস্থান আছে।

এই কথা শুনিয়া, ডিউক অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন; এবং মনে মনে তাহার নিঃস্পৃহতা ও সাধুশীলতার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া

বলিলেন, তোমার যে সংস্থান আছে, যদি আমি তাহার কিছু বৃদ্ধি করিয়া দি, বোধ করি, তাহাতে তোমার আপত্তি হইতে পারে না। বৃদ্ধা বলিল, আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে আমার সবিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু, আপনি যাহা দিতে চাহিতেছেন, তাহা আমার যত আবশ্যক, অনেকের তদপেক্ষা অনেক অধিক আবশ্যক। যদি আমি উহা লই, তাহাদিগকে বঞ্চনা করা হয়; আমার বিবেচনায় এরূপ লওয়া অতি গর্হিত কর্ম।

বৃদ্ধার ঈদৃশী উদারচিত্ততা দেখিয়া, মহানুভব ডিউক মহোদয় যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা বহিষ্কৃত করিয়া, তদীয় হস্তে প্রদান পূর্বক বলিলেন, তোমায় অবশ্যই লইতে হইবে; যদি না লও, আমি যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইব। বৃদ্ধা, তদীয় দয়ালুতা ও বদান্যতার একশেষ দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অনন্তর অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্তিপূর্ণ বচনে বলিল, মহাশয়, অধিক আর কি বলিব, আপনি দেবতা, মানুষ নহেন।

রাজকীয় বদান্যতা

একদিন অপরাহ্ণ সময়ে ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জ, একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে, দুই দীন বালক সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া জানিত না; সামান্য ধনবান্ মনুষ্য স্থির করিয়া, তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইল; এবং মহাশয়, আমাদের অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছে; সমস্ত দিন আহার পাই নাই; দয়া করিয়া, আমাদিগকে কিছু দেন। এই বলিতে বলিতে তাহাদের গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পরিশ্রুত হইতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হওয়াতে, তাহারা আর অধিক বলিতে পারিল না।

এই ব্যাপার দর্শনে, জর্জের অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল। তখন তিনি, তাহাদের হস্তে ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইলেন; এবং আশ্বাসপ্রদান পূর্বক তাহাদের অবস্থার বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত জানাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া, তাহারা বলিল, মহাশয়, আমরা অতি দীন। কিছু দিন হইল, আমাদের জননী পীড়িত হইয়াছিলেন; পথ্য ও ঔষধ না পাইয়া আজ তিন দিন হইল প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; তিনি মৃত পতিত আছেন; অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় নাই। আমাদের পিতা আছেন; তিনিও

অতিশয় পীড়িত হইয়া, আমাদের মৃত জননীর পার্শ্বে পড়িয়া আছেন; অর্থাভাবে তাঁহারও চিকিৎসা হইতেছে না। যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তিনিও ত্বরায় প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বলিতে বলিতে, তাহাদের নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

ঐ দীন পরিবারের দুরবস্থার বিবরণ শুনিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর শোকার্ত্ত ও দয়ার্দ্র হইলেন; এবং বলিলেন, তোমরা বাটীতে চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তিনি তাহাদের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; তাহাদের বর্ণিত বৃত্তান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, সাতিশয় শোকাকুল হইয়া, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন; তাঁহার সঙ্গে যাহা

ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই বালকদিগের হস্তে দিলেন; সত্বর স্বীয় প্রাসাদে প্রতিগমন করিয়া, রাজমহিষীকে সবিশেষ সমস্ত অবগত করিলেন; এবং অবিলম্বে সেই বিপদাপন্ন দীন পরিবারের নিমিত্ত প্রভূত আহারসামগ্রী, শীতবস্ত্র, পরিধেয় বসন প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু পাঠাইলেন; আর তাহাদের পীড়িত পিতার চিকিৎসার নিমিত্ত, একজন উত্তম ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

এইরূপে রাজকীয় সাহায্য পাইয়া, সে ব্যক্তি ত্বরায় সুস্থ হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডেশ্বর সেই নিরাশ্রয় পরিবারের উপর এত সদয় হইয়াছিলেন যে, তাহাদের উপস্থিত বিপদের নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তাহাদের অনায়াসে ভরণপোষণ নির্বাহের, এবং সেই দুই বালকের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষার বিশিষ্টরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

মাতৃবৎসলতা

রোম্ নগরে কোনও সৎকুলপ্রসূতা নারী উৎকট অপরাধ করাতে, বিচারকর্ত্তারা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া, তাঁহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন; এবং কারাধ্যক্ষকে এই আদেশ দেন, অমুক দিনে, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে লইয়া গিয়া, এই স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ড করিবে। সহসা তাঁহাদের আদেশানুযায়ী কার্য্যের সমাধা না করিয়া, কারাধ্যক্ষ বিবেচনা করিলেন, সর্বসাধারণের সমক্ষে বধস্থানে লইয়া গিয়া, এরূপ সদ্বংশসম্ভূতা নারীর প্রাণদণ্ড করিলে, ইঁহার আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবে। তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, আহার বন্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে অনাহারে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটিবে। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি, ঐ স্ত্রীলোককে, অনাহারে রাখিয়া দিলেন।

অবরোধের পরদিন তাঁহার কন্যা, কারাধ্যক্ষের নিকটে গিয়া, জননীকে দেখিতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি সবিশেষ

পরীক্ষা দ্বারা তাহার সঙ্গে কোনও আহারসামগ্রী নাই দেখিয়া, তাহাকে কারাগৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। কন্যা তদবধি প্রত্যহ মাতৃসমীপে যাতায়াত করিতে লাগিল।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, কারাধ্যক্ষ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এ কন্যা অদ্যাপি ইহার জননীকে দেখিতে আইসে, ইহার কারণ কি। তিনি অনাহারে কখনই এত দিন বাঁচিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলেই বা এ প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে আসিবে কেন। যাহা হউক, ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক। এই স্থির করিয়া, কারাধ্যক্ষ, সেই স্ত্রীলোক কোনও রূপে কিছু আহার পান কি না, ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহার আহার পাইবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। তখন, বোধ হয়, এই কন্যা স্বীয় জননীর নিমিত্ত কোনও প্রকার আহার লইয়া যায়, এইরূপ সন্দিহান হইয়া, তিনি স্থির করিয়া রাখিলেন, অদ্য যে সময়ে সে আপন জননীর নিকটে যাইবে, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইয়া, সমুদয় অবগত হইবেন।

নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইল। কন্যা, যথানিয়মে কারাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া, জননীর সন্নিধানে গমন করিল। কিঞ্চিৎ পরে কারাধ্যক্ষ, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইয়া, অবলোকন করিলেন, কন্যা, জননীকে স্তন্যপান করাইতেছে। তিনি তদীয় মাতৃস্নেহের এতাদৃশী ঐকান্তিকতা দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে তাহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন; এবং কারারুদ্ধা কামিনী কিরূপে অনাহারে এত দিন প্রাণধারণ করিয়া আছেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি, এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব ঘটনার সবিশেষ বিবরণ বিচারকর্ত্তাদের গোচর করিলে, তাঁহারা কন্যার মাতৃভক্তি ও বুদ্ধিকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন; এবং নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, কারাবরুদ্ধা কামিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। ঐ কামিনী কেবল কারামুক্ত হইলেন, এরূপ নহে; কন্যার মাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ যাবজ্জীবন তাঁহাদের দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের জন্য সাধারণ ধনাগার হইতে মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। বিচারকর্ত্তারা এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত

রহিলেন না। যে স্থানে এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সর্বসাধারণের প্রতি মাতৃভক্তির উপদেশস্বরূপ তথায় তাঁহারা এক অপূর্ব মন্দির নির্ম্মিত করাইয়া দিলেন।

বর্বরজাতির সৌজন্য

একদা আমেরিকার এক আদিমনিবাসী ব্যক্তি মৃগয়া করিতে গিয়াছিল। সে সমস্ত দিন পশুর অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল; এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইয়া, এক সন্নিহিত য়ুরোপীয়ের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। গৃহস্বামীর সন্নিধানে গিয়া সে আপন অবস্থা জানাইল; এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিল, মহাশয়, কিছু আহার দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। য়ুরোপীয় ব্যক্তি শুনিয়া, সাতিশয় কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যা বেটা, এখান হইতে চলিয়া যা; আমি তোর জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া রাখি নাই। তখন সে বলিল, মহাশয়, তৃষ্ণায় আমার প্রাণবিয়োগ হইতেছে; আহার করিতে কিছু না দেন, অন্ততঃ জল দিয়া আমায় প্রাণদান করুন। এই প্রার্থনা শুনিয়া, য়ুরোপীয় মহাপুরুষ বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ, তুই আমার আলয় হইতে দূর হ, আমি তোরে কিছুই দিব না। তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে ঐ য়ুরোপীয় ব্যক্তি বয়স্যবর্গ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিস্তর ভ্রমণ পূর্বক, পরিশেষে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি বয়স্যগণের সঙ্গভ্রষ্ট হইলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন সে ব্যক্তি, কোন্ পথে গেলে অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া, লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না; বয়স্যগণের

নামনির্দেশ পূর্ব্বক, উচ্চৈঃস্বরে বার বার আহ্বান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না। অতঃপর তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ ভয়ের উদয় হইতে লাগিল। অধিকন্তু, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায়, তিনি প্রাণরক্ষাবিষয়ে এক প্রকার হতাশ হইয়া, লোকালয়ের উদ্দেশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন।

কিয়ংক্ষণ পরে, আমেরিকার এক আদিমনিবাসীর পর্ণশালা তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া, তিনি সত্বরগমনে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন ; এবং পুরস্কারের অঙ্গীকার করিয়া, কুটীরস্বামীকে বলিলেন, তুমি আমায় আমার আলয়ে পঁহুছাইয়া দাও।

তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া, সে ব্যক্তি বলিল, অদ্য সময় অতীত হইয়াছে ; আপনি কোনও ক্রমে এ রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে আপন আলয়ে পঁহুছিতে পারিবেন না ; কল্য প্রাতে আমি আপনাকে লোকালয়ে পঁহুছাইয়া দিব ; আজ আমার কুটীরে অবস্থিতি করুন ; আমার যা কিছু সংস্থান আছে, আপনার পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হইবে। য়ুরোপীয়, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, সে রাত্রি তদীয় কুটীরে অবস্থিতি করিলেন। কুটীরস্বামী, তাঁহার আহারের ও শয়নের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিল।

রজনী প্রভাত হইলে, সে ব্যক্তি, ঐ য়ুরোপীয়ের সঙ্গে কিয়ৎ দূর গমন করিল; এবং যে পথে গেলে তিনি অক্লেশে ও নিরাপদে আপন আলয়ে পঁহুছিতে পারিবেন, তাহা দেখাইয়া দিল।

পরস্পর বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইলে আমেরিকার অসভ্য, য়ুরোপীয় সভ্যের সম্মুখবর্তী হইয়া, অবিচলিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখনিরীক্ষণ করিল; অনন্তর ঈষৎ হাস্য সহকারে য়ুরোপীয়কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইতঃপূর্বে আর কখনও আমায় দেখিয়াছেন কি না? তিনি তাহার দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন; দেখিলেন, কিছু দিন পূর্বে যে ব্যক্তি, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া, তাহার আলয়ে গিয়া জলদান দ্বারা প্রাণদান প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু, তিনি সে প্রার্থনার পরিপূরণ না করিয়া, যৎপরোনাস্তি অবমাননা পূর্বক, তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেই, অসময়ে আশ্রয় দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া, অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং কি বলিয়া পূর্বকৃত নৃশংস আচরণের নিমিত্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গর্বিত বাক্যে বলিল, মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট। সে যাহা হউক, অবশেষে আপনার প্রতি আমার বক্তব্য এই, যে অবস্থার লোক হউক না কেন, যখন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া, আপনকার আলয়ে উপস্থিত হইবে, তাহার যথোপযুক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; তাহা না করিয়া তেমন অবস্থায়, অবমাননা পূর্বক তাড়াইয়া দিবেন না। এই বলিয়া, নমস্কার করিয়া সে প্রস্থান করিল।

ভ্রাতৃবিরোধ

এক গৃহস্থ ব্যক্তির কিছু ভূমিসম্পত্তি ছিল। তিনি সাতিশয় যত্ন ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে কৃষিকর্ম করিয়া, স্বচ্ছন্দে সাংসারযাত্রানির্বাহ পূর্বক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হয়েন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। পাছে উত্তর কালে বিষয়বিভাগ উপলক্ষে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে, বিনিয়োগপত্র দ্বারা উভয়কে স্বীয় বিষয়ের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান। তাহার একটি উদ্যান ছিল, অনবধানতা বশতঃ তিনি বিনিয়োগপত্রে ঐ উদ্যানের কোনও উল্লেখ করিয়া যান নাই।

তাহারা দুই সহোদরে পিতৃকৃত বিনিয়োগপত্র অনুসারে, প্রত্যেক পৈতৃক বিষয়ের যে অংশ পাইয়াছিল, সুশীল, সুবোধ ও পরিশ্রমশালী হইলে, তাহা দ্বারা সুখস্বচ্ছন্দে ও সম্মান সহকারে, সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিত। কিন্তু, তাহাদের সেরূপ প্রকৃতি ছিল না। বিনিয়োগ-পত্রে পরিত্যক্ত, অবিভক্ত উদ্যান লইয়া, তাহাদের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইল; ঐ উদ্যানের রমণীয়তা ও লাভকরতা, উভয় ধর্মই বিলক্ষণ ছিল, এজন্য, উভয়েরই একাকী সম্পূর্ণ উদ্যানে অধিকারী হইবার সম্পূর্ণ লোভ জন্মিল। সেই লোভের সংবরণে অসমর্থ হওয়াতে, উভয়েরই অন্তঃকরণে ঐ উপলক্ষে পরস্পরের উপর বিষম বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠিল। বিষয়লোভ, মনুষ্যের অতি বিষম শত্রু। ভ্রাতৃস্নেহ ও হিতাহিতবোধ তাহাদের হৃদয় হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

উভয়কে বিবাদে উদ্যত দেখিয়া প্রতিবেশিগণ মধ্যস্থ হইয়া, তাহাদের বিরোধভঞ্জনে যথোচিত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। উভয়েই বিদ্বেষবুদ্ধির এরূপ অধীন হইয়াছিল যে, উভয়েই বলিল, সর্বস্বান্ত হইব তাহাও স্বীকার, তথাপি উদ্যানের অংশ দিব না। তাহাদের তাদৃশ ভাব দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, মধ্যস্থগণ ক্ষান্ত হইলেন। উভয়ের পরমাত্মীয় ও যথার্থ হিতৈষী অতি মাননীয় এক ব্যক্তি, উভয়কে একত্র করিয়া অশেষ প্রকারে

বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কেন অকারণে বিরোধ করিতেছ, বল; যেমন উভয়ে অন্যান্য বিষয়ে সমাংশভাগী হইয়াছ, বিবাদাস্পদীভূত উদ্যানেও সেইরূপ সমাংশভাগী হও। আমার কথা শুন, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় উদ্যানও উভয়ে সমাংশ করিয়া লও। রাজদ্বারে আবেদন করিলে, বিচারকর্তারা সমাংশব্যবস্থাই করিবেন, একজনকে একেবারে বঞ্চিত করিয়া অপর জনকে কখনই সমস্ত উদ্যান দিবার আদেশ কবিবেন না; লাভের মধ্যে উভয় পক্ষের অনর্থক অর্থব্যয় হইবে, এইমাত্র; আব হয় ত, এই বিবাদ উপলক্ষে উভয়েরই সর্বস্বান্ত হইবে। অতএব ক্ষান্ত হও, আমি মধ্যবর্তী থাকিয়া সামঞ্জস্য কবিয়া, উদ্যানের বিভাগ করিয়া দিতেছি।

এই হিতোপদেশ শ্রবণগোচর কবিয়া জ্যেষ্ঠ বলিল, আপনি আমাদের পরমাত্মীয় ও অতি মাননীয় ব্যক্তি; আপনকাব উপদেশ-বাক্যের অনুসব। ও আদেশবাক্যের প্রতিপালন কবা, আমাদের পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু, অংশ কবিয়া লইতে গেলে, এমন সুন্দর উদ্যান, একেবারে হতশ্রী হইয়া যাইবে। অতএব, আপনি আমার ভ্রাতাকে বুঝাইয়া দেন, সে ন্যায্য মল্য লইয়া আমায় সমুদয় উদ্যান

ছাড়িয়া দিউক। কনিষ্ঠও শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া, অবিকল ঐ প্রস্তাব করিল। আত্মীয় ব্যক্তি বিস্তর বুঝাইলেন ও অনেক প্রকার কৌশল

করিলেন ; কিন্তু কাহাকেও উদ্যানের অংশগ্রহণে অথবা মূল্য গ্রহণ পূর্বক উদ্যানের অংশপরিত্যাগে, সম্মত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি বিরাগ ও অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্বক চলিয়া গেলেন।

অনন্তর উভয়েই কর্তব্যনিরূপণ নিমিত্ত উকীলদের নিকটে গমন করিল ; এবং অভিলাষানুরূপ উপদেশ ও পরামর্শ পাইয়া নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। এক স্থানে জ্যেষ্ঠের জয় অপর স্থানে কনিষ্ঠের জয়, এইরূপে কতিপয় বৎসর ব্যাপিয়া মোকদ্দমা চলিল। অবশেষে, সর্বশেষ বিচারালয়ে সমাংশের ব্যবস্থা অবধারিত হইল। তখন উভয়কেই অগত্যা ঐ ব্যবস্থা শিরোধার্য করিয়া লইতে হইল।

মোকদ্দমার ন্যায্য ব্যয় তাদৃশ অধিক নহে। কিন্তু আনুষঙ্গিক ব্যয় এত অধিক যে, দীর্ঘকাল তাহাতে লিপ্ত থাকিলে, প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়া যায়। তাহাদের হস্তে যে টাকা ছিল, কিছু দিনের মধ্যে তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল, সুতরা টাকার সংগ্রহের নিমিত্ত, উভয়কেই ভূসম্পত্তির কিয়ৎ অংশ বিক্রয় করিতে ও কিয়ৎ অংশ বন্ধক রাখিতে হইল। যে উদ্যানের নিমিত্ত এত আগ্রহ ও এত আক্রোশ, তাহাও দীর্ঘকাল উপেক্ষিত হইয়া, শ্রীভ্রষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল। যখন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল, সে সময়ে উভয়ে এত ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল যে, সর্বস্ব বিক্রয় করিলেও ঋণের পরিশোধ হইয়া উঠে না। তাহারা, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, এবং প্রতিবেশিগণের ও আত্মীয়বর্গের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই বিবাদে সর্বস্বান্ত করিয়া, অবশেষে তাহাদিগের যারপরনাই দুর্দশায় কালযাপন করিতে হইল।

ন্যায়পরায়ণতা

ইংলণ্ডদেশে লেনার্ড নামে এক বালক ছিল। সে অতি দুঃখীর সন্তান। তাহার পিতা অতি কষ্টে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রমে লেনার্ডের পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার জননীর এরূপ পরিশ্রমশক্তি ছিল না যে, তিনি আপনার ও পুত্রের

ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থের উপার্জন করেন। লেনার্ড প্রতিজ্ঞা করিল, অন্য কাহারও গলগ্রহ হইব না; এবং ভিক্ষা প্রভৃতি নীচ বৃত্তি দ্বারাও জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করিব না; যেরূপে পারি, পরিশ্রম দ্বারা আপনার ও জননীর ভরণপোষণ সম্পন্ন করিব।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, লেনার্ড মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি একপ্রকার লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছি; যদি আমি

সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী হই, কেনই বা আমি জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত অর্থোপার্জনে সমর্থ হইব না? এই স্থির করিয়া, জননীর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সে এক সন্নিহিত নগরে উপস্থিত হইল। ঐ নগরে তাহার পিতার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম বেন্‌সন্‌। তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, এবং বাণিজ্য করিতেন; লেনার্ড তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন অবস্থা জানাইল; এবং নিতান্ত কাতর ও বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিল, আপনি কৃপা করিয়া আমায় আপনার আশ্রয়ে রাখুন; এবং আমাদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ কোনও কর্মের ভার দিউন। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কার্য সম্পাদন করিব; প্রাণান্তেও অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইব না।

দৈবযোগে ঐ সময়ে বেন্‌সনের একটি সহকারী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল। এক অপরিচিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা অপেক্ষা, বন্ধু

পুত্র লেনার্ডকে নিযুক্ত করা পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া, তিনি আহ্লাদ পূর্বক তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। লেনার্ড, স্বভাবতঃ সুশীল, সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ; কর্মে নিযুক্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল, এবং সৎপথে থাকিয়া যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, সুন্দররূপে কার্য নির্বাহ করিতে লাগিল। যদি দৈবাৎ কখনও আবশ্যক কর্ম করিতে বিস্মৃত হইত, অথবা ভ্রান্তিক্রমে কোনও কর্ম প্রকৃতরূপে সম্পন্ন করিতে না পারিত, সে তৎক্ষণাৎ দোষ স্বীকার করিত এবং যথাশক্তি সেই দোষের সংশোধনে যত্নবান্ হইত।

লেনার্ডের সুশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে, বেন্‌সন্ তাহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে ও তাহার হস্তে সকল বিষয়ের ভার দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে সে বিষয়কর্মে নিপুণ এবং স্বীয় প্রভুর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল।

বেন্‌সনের স্ত্রী, পুত্র আদি পরিবার ছিল না। তিনি একটি

স্ত্রীলোকের হস্তে, সাংসারিক সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন; স্বয়ং কখনও কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত বা কোনও বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন না। ঐ স্ত্রীলোকের ধর্মজ্ঞান ছিল না; সুতরাং সে সুযোগ

পাইলেই অপহরণ করিত। এক্ষণে লেনার্ডের উপর প্রভুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ দেখিয়া, সে বিবেচনা করিল, এ বালক এখানে থাকিলে আমার লাভের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে; এবং হয় ত, অবশেষে অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া, এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। অতএব কৌশল করিয়া ইহাকে এখান হইতে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক; তাহা না হইলে আমার পক্ষে ভদ্রস্থতা নাই।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই স্ত্রীলোক অবসর বুঝিয়া, একদিন বেন্‌সনের নিকট কৌশল করিয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়, আপনি অতি সদাশয়, সকলকেই সজ্জন ভাবেন। আপনি এই বালকের উপর অধিক বিশ্বাস করিবেন না। আপনি উহাকে যত সুশীল ও সচ্চরিত্র মনে করেন, ও সেরূপ নহে। অগ্রে সাবধান না হইলে, অবশেষে উহার দ্বারা আপনকার অনেক অনিষ্ট ঘটিবে। আমার মনে সন্দেহ হওয়াতে, উহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে উহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা, কোনও ক্রমে বিবেচনাসিদ্ধ নহে। আমি বহুকাল আপনকার আশ্রয়ে থাকিয়া, প্রতিপালিত হইতেছি। আপনকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া সতর্ক না করিলে, আমার অধর্ম হইবে। এজন্য আমি অনেক বিবেচনা করিয়া, আপনাকে এ বিষয় জানাইলাম।

এই স্ত্রীলোকের উপর বেন্‌সনের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু লেনার্ড যে অতিশয় সুশীল ও সচ্চরিত্র, সে বিষয়েও তাঁহার অণুমাত্র সংশয় ছিল না। এজন্য তিনি, সেই স্ত্রীলোকের কথায় সহসা বিশ্বাস না করিয়া বিবেচনা, করিলেন, এ বালক যে অধর্মপথে পদার্পণ করিবে, কোনও ক্রমে আমার এরূপ প্রতীতি হয় না। কিন্তু অত্যন্ত অধার্মিকেরাও সহজে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, সম্পূর্ণ ধার্মিকের ভাণ করিয়া থাকে। অতএব, এই স্ত্রীলোকের কথায় একেবারে উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে। আমি কৌশল করিয়া এই বালকের চরিত্র পরীক্ষা করিব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া বেন্‌সন্ একদিন লেনার্ডকে বলিলেন,

আমার এই এই বস্তুব অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে ; যে মূল্যে হয়, সত্বর কিনিয়া আন। এই বলিয়া, যত আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা তাহাব হস্তে দিয়া, তিনি তাহাকে আপণে পাঠাইয়া দিলেন। লেনার্ড ঐ সকল জিনিস কিনিয়া, অনতিবিলম্বে প্রত্যাগমন কবিল ; এবং ক্রীত বস্তুসকল প্রভুব সম্মুখে বাখিয়া, মূল্যাবশিষ্ট টাকা তাঁহাব হস্তে দিল। লেনার্ড এ বিষয়ে এক কপর্দকও আত্মসাৎ কবে নাই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পাবিয়া, তিনি অপবিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং ঐ স্ত্রীলোক যে কেবল বিদ্বেষ বশতঃ তাহাব গ্লানি কবিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

একদিন বেন্‌সন্‌ অনবধানতা বশতঃ কার্যালয়ে কতকগুলি মোহর ফেলিয়া গিয়াছিলেন। লেনার্ড তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, মোহর পড়িয়া আছে। সেই সময়ে ঐ স্ত্রীলোকও সে স্থানে উপস্থিত হইল। সে লোভে আক্রান্ত হইয়া, অথবা লেনার্ডকে অপদস্থ কবিবার অভিসন্ধি কবিয়া, তাহাব নিকট প্রস্তাব কবিল, আইস, আমবা উভয়ে এই মোহবগুলি ভাগ কবিয়া লই। লেনার্ড শ্রবণমাত্র তাদৃশ ঘৃণিত প্রস্তাবে আন্তবিক অশ্রদ্ধাপ্রদর্শন কবিয়া বলিল, আমি এ মোহর প্রভুব হস্তে দিব, ইহা তাঁহাব সম্পত্তি ; পবস্বহবণ অতি গর্হিত কর্ম। বিশেষতঃ, তিনি আমাব উপব সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবিয়া থাকেন ; এমন স্থলে, এ মোহর আত্মসাৎ কবিলে, আমায় বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে ; অতএব আমি কোনও ক্রমে তোমাব প্রস্তাবে সম্মত হইব না।

এই বলিয়া মোহব লইয়া লেনার্ড, বেন্‌সনের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অমুক স্থানে এই মোহবগুলি পড়িয়াছিল, এই বলিয়া তাঁহাব হস্তে দিল। বেন্‌সন্‌ লেনার্ডেব ঈদৃশ অবিচলিত ন্যায়পবায়ণতা দর্শনে নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিলক্ষণ পুরস্কার দিলেন। ক্রমে ক্রমে এই বালকের উপর তাঁহার এরূপ স্নেহ জন্মিল যে, পরিশেষে তিনি তাহাকে পুত্রবৎ পরিগৃহীত করিয়া, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলেন।

সম্পূর্ণ

আখ্যানমঞ্জরী

দ্বিতীয় ভাগ

বিজ্ঞাপন

আখ্যানমঞ্জরীব দ্বিতীয় ভাগ প্রচাবিত হইল। এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পবিগণিত হইবেক ইতি।

ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা

১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯৪৫

দয়া ও দানশীলতা

আয়র্লণ্ডদেশীয় ডাক্তাব অলিবব্ গোল্ড্স্মিথ অতিশয় দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। পবেব দুঃখ দেখিলে তাঁহাব অন্তঃকবণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত, এব' সেই দুঃখেব নিবাবণে প্রাণপণে যত্ন কবিতেন। দুঃখী লোকে সাহায্য প্রার্থনা কবিলে, তিনি তাহাদেব প্রার্থনাপবিপূবণে কদাচ বিমুখ হইতেন না। কাব্য প্রভৃতি নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচনা দ্বাবা তিনি যেরূপ খ্যাতিলাভ কবিয়াছেন, দযা ও দানশীলতা দ্বাবাও তদনুরূপ খ্যাতিলাভ কবিয়াছেন।

একদা এক স্ত্রীলোক পত্র দ্বাবা তাঁহাকে জানাইলেন, আমাব স্বামী অতিশয় অসুস্থ হইযা শয্যাগত আছেন, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক, তাঁহাকে দেখিয়া ঔষধাদিব ব্যবস্থা কবিযা দিলে, আমবা যাব পব নাই উপকৃত হই। এই পত্র পাইয়া, দয়াশীল গোল্ড্স্মিথ, অবিলম্বে তাঁহাদেব বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বাবা সমস্ত অবগত হইয়া

বুঝিতে পারিলেন, অনাহাব তাঁহাব পীড়ার একমাত্র কাবণ; অর্থের অভাবে পর্যাপ্ত আহার না পাইয়া, দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হইয়া, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন; রীতিমত আহার পাইলেই, সত্বর, সুস্থ ও সবল হইতে পারেন: ঔষধসেবন নিষ্প্রয়োজন।

এই স্থির করিয়া, তিনি সেই রোগী ও তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, আমি রোগের কারণ নির্ণয় করিয়াছি; বাটীতে গিয়া, রোগের উপযুক্ত ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। স্বীয় আলয়ে উপস্থিত হইয়া, তিনি একটি পিলেব বাক্স বাহির করিয়া, দশটি গিনি লইয়া তাহার ভিতরে রাখিলেন, এবং তাহার উপর লিখিয়া দিলেন, আবশ্যকমত বিবেচনা পূর্বক, এই ঔষধের সেবন করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন। অনন্তর তিনি, স্বীয় ভৃত্য দ্বারা, এই অপূর্ব ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন।

রোগী ও তাঁহার সহধর্মিণী, ঔষধের বাক্স খুলিয়া, তন্মধ্যে অদ্ভুত ঔষধ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং, কিয়ৎক্ষণ, পরস্পর মুখ-নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, গোল্ড্স্মিথের দয়ালুতা ও দানশীলতার যথেষ্ট প্রশংসা কবিতে লাগিলেন।

যথার্থ পরোপকারিতা

ফ্রান্সের অন্তর্বর্তী মার্সেল্স্ প্রদেশে, গয়ট নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। অত্যুৎকট পরিশ্রম করিয়া, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। তিনি বিলাসী ও ভোগাভিলাষী ছিলেন না; অতি সামান্যরূপ আহার করিয়া, ও অতি সামান্যরূপ পরিচ্ছদ পরিয়া, কালযাপন করিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া প্রতিবেশীরা তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপণ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, গয়ট অতি নরাধম; প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেছে; কিন্তু এমনই কৃপণস্বভাব যে, ভাল খায় না ও ভাল পরে না। না খাইয়া, না পরিয়া, অর্থ সঞ্চয়ের ফল কি, তাহা ঐ পাপিষ্ঠই জানে। ফলকথা এই, তিনি, প্রতিবেশিবর্গের নিকট, যার পর নাই কৃপণ ও নীচস্বভাব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পথে দেখিতে পাইলে, সকলে হাততালি ও গালাগালি দিত; বালকেরা, ঐ অমুক যায় বলিয়া, হাসি ও তামাসা করিত, এবং ঢেলা মারিত। তিনি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ, দুঃখিত, বা চলচিত্ত হইতেন না; তাহাদের দিকে দৃক্পাত না করিয়া, সহাস্য বদনে, চলিয়া যাইতেন।

এইরূপে, গয়ট্ জীবদ্দশায়, সকলের অশ্রদ্ধাভাজন ও উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু মৃত্যুকালে, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির যেরূপ বিনিয়োগ করিয়া যান, তদ্দৃষ্টে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন; এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান ও প্রশংসা কীর্তন করিয়াছিলেন। তিনি বিনিয়োগপত্রে লিখিয়া যান, বাল্যকালে, অত্রত্য হীনাবস্থ লোকদিগের জলকষ্ট দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলাম, প্রচুর অর্থ ব্যতিরেকে, ঐ ভয়ানক কষ্টের নিবারণের আর উপায় নাই। এজন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অর্থোপার্জন করিব, এবং কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যয় না করিয়া, উপার্জিত সমস্ত অর্থ উল্লিখিত জলকষ্টের নিবারণার্থে, সঞ্চিত করিয়া রাখিব। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে, আমি যাবজ্জীবন, প্রাণপণে পরিশ্রম ও আহার প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সাতিশয় ক্লেশস্বীকার করিয়া, প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে, এই বিনিয়োগপত্র দ্বারা, আমার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ পূর্বোক্ত জলকষ্টনিবারণের নিমিত্ত, প্রদত্ত হইতেছে। যাঁহাদের উপর এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্যনির্বাহের ভার অর্পিত হইল, তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা এই, অবিলম্বে এক উত্তম জলপ্রণালী প্রস্তুত করাইয়া দিবেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গয়ট্, সর্বাংশে, অতি প্রশংসনীয় ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায়, প্রকৃত পরদুঃখকাতর ও যথার্থ পরোপকারী মনুষ্য সচরাচর, নয়নগোচর হয় না। সকলে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিলে, সংসারে ক্লেশের লেশমাত্র থাকে না।

মাতৃভক্তির পুরস্কার

য়ুরোপের রাজাদের ও প্রধান লোকদিগের প্রথা এই, তাঁহারা যে গৃহে অবস্থিতি করেন, সেই গৃহের বহির্ভাগে অল্পবয়স্ক ভৃত্যেরা উপবিষ্ট থাকে। আবশ্যক হইলে, তাঁহারা ঘণ্টা বাজান; ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া, ভৃত্যেরা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়।

এক দিন, প্রুশিয়ার অধীশ্বর ফ্রেডরিক ঘণ্টা বাজাইলেন; কিন্তু কোনও ভৃত্য উপস্থিত হইল না। তখন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং একমাত্র বালকভৃত্যকে নিদ্রিত দেখিয়া, তাহাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত, নিকটে গিয়া, তাহার জামার বগলিতে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তিনি ঐ পত্রখানি হস্তে লইলেন। পত্রখানি বালকের জননীর লিখিত। বালক, বেতন পাইয়া, জননীর ব্যয়নির্বাহের নিমিত্ত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল। তিনি, টাকা পাইয়া পুত্রকে লিখিয়াছেন, বৎস, তুমি যাহা পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি যথার্থ মাতৃভক্ত; আশীর্বাদ করিতেছি, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

পত্র পড়িয়া, ফ্রেডরিক অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; মাতৃভক্ত বালকের প্রশংসা করিতে করিতে, নিজ গৃহে প্রতিগমন পূর্বক, একটি টাকার থলি বহিষ্কৃত করিলেন এবং সেই পত্রখানি ও ঐ টাকার থলিটি বালকের বগলিতে রাখিয়া, নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া, ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন। বালকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখনও ঘণ্টাধ্বনি হইতে-ছিল; তাহা শুনিয়া, সে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন, তোমার বিলক্ষণ নিদ্রা হইয়াছিল। বালক নিতান্ত ভীত হইল, কোনও উত্তর করিতে পারিল না। এই সময়ে, সহসা তাহার হস্ত বগলিতে পতিত হইলে, তন্মধ্যে টাকার থলি দেখিয়া, অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং বিষণ্ণ বদনে কাতর নয়নে, রাজার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে প্রভূত বাষ্পবারি বিনির্গত হইতে

লাগিল ; ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, সে একটিও কথা বলিতে পারিল না।

তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, কি জন্য এত কাতর হইতেছ ও রোদন করিতেছ, বল। তখন বালক, জানু পাতিয়া, ভূতলে উপবিষ্ট হইল, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর-বচনে বলিল, মহারাজ, এই টাকার থলি কিরূপে আমার বগলিতে আসিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোনও ব্যক্তি, নিঃসন্দেহ আমার সর্বনাশের চেষ্টায় আছে ; সেই আমার নিদ্রিত অবস্থায়, এই টাকার থলি বগলিতে রাখিয়া গিয়াছে ; অবশেষে, আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া, আমায় ধরাইয়া দিবে। এই বলিতে বলিতে, তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

বালকের মাতৃভক্তির বিষয় অবগত হইয়া, রাজা প্রথমতঃ যত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহার এই ভাব দেখিয়া, তদপেক্ষা অনেক অধিক আহ্লাদিত হইলেন ; এবং বালকের উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, অহে বালক, তুমি বগলিতে টাকার থলি দেখিয়া অত বিষণ্ন ও কাতর হইতেছ কেন, কোন দুষ্ট লোক, তোমার সর্বনাশের অভিসন্ধিতে, তোমার বগলিতে এই টাকার থলি রাখিয়াছে, সেরূপ ভাবিয়া ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের হিতার্থে, অনেক শুভকর কার্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই টাকার থলি তোমার বগলিতে আসিয়াছে। তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও। কোনও দুষ্ট লোক, দুষ্ট অভিপ্রায়ে এরূপ করিয়াছে, তুমি ক্ষণকালের জন্যও, সেরূপ ভাবিও না ও ভয় পাইও না। ইহা তোমার মাতৃভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার।

এইরূপ বলিয়া, সেই ভয়বিহ্বল বালককে অভয়প্রদান করিয়া, রাজা বলিলেন, এই টাকাগুলি তুমি জননীর নিকট পাঠাইয়া দাও ; এবং তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাও ও লিখিয়া পাঠাও, আজ অবধি আমি তোমার ও তোমার জননীর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।

দয়ালুতা ও পরোপকারিতা

ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ মণ্টেস্কু অতিশয় দয়াশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি, কার্যবশতঃ, মার্সাল্স্ প্রদেশে গিয়াছিলেন। তথায়, জলপথে পরিভ্রম। করিবার অভিলাষে, তিনি, একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিলেন। এই নৌকার দাঁড়ি ও মাঝি অতি অল্পবয়স্ক; তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে, তিনি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, আমরা দুই সহোদর, সেকরার কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি; যে উপার্জন করি, তাহাতে আমাদের স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়; আয়ের বৃদ্ধি করিবার মানসে আমরা, অবসরকালে নাবিকের কর্ম করিয়া থাকি।

এই কথা শুনিয়া, মণ্টেস্কু বলিলেন, আমার বোধ হইতেছে, তোমাদের অর্থলোভ অতি প্রবল; সেই লোভের বশীভূত হইয়া, তোমরা এই ক্লেশকর নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তখন তাহারা বলিল, না মহাশয়, আমরা অর্থলোভে বশীভূত হইয়া, এই নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হই নাই। যে কারণ বশতঃ, আমাদিগকে এই নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে, আপনি আমাদিগকে অর্থলোভের বশীভূত ভাবিবেন না।

আমাদের পিতা বিদ্যমান আছেন। তিনি একখানি জলযান কিনিয়া, নানাবিধ দ্রব্য লইয়া, বার্বরিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রবল দস্যুদল, আক্রমণ ও সর্বস্বহরণ পূর্বক, ত্রিপোলী প্রদেশে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দাসব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রীত করিয়াছে। তিনি তথা হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমায় কিনিয়াছেন তিনি নিতান্ত অভদ্র ও নির্দয় নহেন; আমার পক্ষে বিলক্ষণ সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং টাকা পাইলে, আমায় ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন। কিন্তু, তিনি এত অধিক টাকা চাহিতেছেন যে, কোনও কালে, আমি ঐ টাকার সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহার কিছু-মাত্র সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আর আমার দেশে যাইবার আশা নাই। অতএব, তোমরা, আমায় আর দেখিতে পাইবে, সে আশা করিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে, তাহাদের দুই সহোদরের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তদীয় নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকসংবরণ করিয়া, তাহারা বলিল, মহাশয়, আমাদের পিতা অতিশয় পুত্রবৎসল; তাঁহার অদর্শনে আমরা জীবন্মৃত হইয়া আছি। যত টাকা দিলে তিনি দাসত্বমুক্ত হইতে পারেন, আমরা, সেই টাকার সংগ্রহের নিমিত্ত, প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অন্য উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে, এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। আমরা যে তাঁহাকে দাসত্বমুক্ত করিতে পারিব, আমাদের সে আশা নাই; কিন্তু তদর্থে, যথোচিত চেষ্টা না করিয়াও, ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

তাহাদের কথা শুনিয়া ও পিতৃভক্তি দেখিয়া, মণ্টেস্কু প্রসন্ন বদনে বলিলেন, দেখ, প্রথমতঃ, তোমাদিগকে অর্থলোভী স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে, কি কারণে তোমরা এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, তাহার সবিশেষ অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম; তোমরা যথার্থ সুসন্তান; অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া, বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন।

কতিপয় মাস অতীত হইল। এক দিন তাহারা দুই সহোদরে দোকানে কর্ম করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের পিতা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া, তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল; এবং আহ্লাদে গদগদ হইয়া, অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তাহাদের পিতা মনে করিয়াছিলেন, পুত্রেরা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহাতেই তিনি দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন। তিনি, তাহাদের মুখচুম্বন করিয়া, আশীর্বাদ করিলেন; এবং জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এত টাকা কোথায় পাইলে? আমার আশঙ্কা হইতেছে, কোনও অন্যায় উপায় অবলম্বন পূর্বক, এই টাকার সংগ্রহ করিয়াছ। তাহারা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, না মহাশয়, আপনি ওরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন; আমরা আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য, টাকা পাঠাই নাই; বলিতে কি, আমরা এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানি না।

এই কথা শুনিয়া, তাহাদের পিতা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বলিলেন, তবে এ টাকা কে দিল। আমার প্রভু, টাকা পাইয়া, আমায় নিষ্কৃতি দিয়াছেন; তাহা আমি অবধারিত জানি। টাকাও অনেক; এত টাকা কোথা হইতে আসিল, তাহা আমিও জানিলাম না, তোমরাও জানিলে না, এ বড় আশ্চর্যের বিষয়। ফলতঃ, তিন জনেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দুই সহোদরে বলিল, মহাশয়, আমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি; এ আর কাহারও কর্ম নহে। কিছু দিন পূর্বে, এক সদাশয় দয়ালু মহাশয়, আমাদের নৌকায় চড়িয়া, কথাপ্রসঙ্গে আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দয়াশীল; প্রস্থানকালে আমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। তিনিই আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দয়া করিয়া, আমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ, তাহাদের এই অনুমান অমূলক নহে। মন্টেস্কুর দয়াতেই, তাহাদের পিতা দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন।

অদ্ভুত আতিথেয়তা

আরবদেশে সলিমন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম প্রাণদণ্ডের উপক্রম দেখিয়া, প্রচ্ছন্ন বেশে পলাইয়া, কুফা নগরে উপস্থিত হইলেন; যাঁহার উপর বিশ্বাস করিতে পারেন, এরূপ কোনও আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি তথায় না থাকাতে, এক বড় মানুষের বাটীর বহির্দ্বারে বসিয়া রহিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে, গৃহস্বামী কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে, উপস্থিত হইলেন, এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি জন্য এখানে বসিয়া আছ? ইব্রাহিম বলিলেন, আমি এক অতি হতভাগ্য বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি; আপনকার শরণাগত হইয়া আশ্রয়প্রার্থনা করিতেছি।

আরবদিগের রীতি এই, কেহ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাহাকে আশ্রয় দেন; তাহার পরিচয়গ্রহণ বা তাহার চরিত্র বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করেন না; এবং যাহাকে আশ্রয় দেন, সে ব্যক্তি, আশ্রয়দানের পর বিষম শত্রু ও যার পর নাই অনিষ্টকারী বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেও, তাহার অনিষ্ট সাধনে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না। তদনুসারে, গৃহস্বামী ইব্রাহিমের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র বলিলেন, জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করুন; তোমার কোনও আশঙ্কা নাই; তুমি আমার আলয়ে, যতদিন ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কর। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। ইব্রাহিম, তদীয় আলয়ে আশ্রয়গ্রহণ পূর্বক নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল। ইব্রাহিম দেখিলেন, গৃহস্বামী প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অশ্বারোহণে গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি, কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া, একদিন গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি প্রতিদিন এরূপ সজ্জায় কোথায় যান। তিনি বলিলেন, সলিমনের পুত্র ইব্রাহিম নামে এক ব্যক্তি আমার পিতার প্রাণবধ করিয়াছে; শুনিয়াছি, ঐ দুরাত্মা, এই নগরের কোনও

স্থানে লুকাইয়া আছে; বৈরনির্যাতনের অভিপ্রায়ে, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাই।

ইব্রাহিম কিছুদিন পূর্বে, এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি এই গৃহস্বামীর পিতা, তাহা জানিতেন না; এক্ষণে, গৃহস্বামীর বাক্য শুনিয়া জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়া, তিনি বলিলেন, মহাশয়, আমি বুঝিতে পারিলাম, জগদীশ্বর আপনকার বৈরনির্যাতনবাসনা অনায়াসে পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই আমায় এ স্থানে আনিয়াছেন। আমি আপনকার পিতার প্রাণহন্তা; আমার প্রাণবধ করিয়া, আপনি বৈরনির্যাতনবাসনা পূর্ণ করুন।

এই কথা শুনিয়া গৃহস্বামী বলিলেন, বোধ করি, ক্রমাগত যন্ত্রণাভোগ করিয়া, আপনকার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই; এজন্যই, আপনি এরূপ প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু, অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিব, আমি সেরূপ নরাধম নহি। ইব্রাহিম বলিলেন, আমি আপনকার নিকট প্রবঞ্চনাবাক্য বলিতেছি না; এই বলিয়া, যেরূপে যেস্থানে যে অবস্থায়, গৃহস্বামীর পিতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের সবিশেষ নির্দেশ করিলেন।

পিতৃবধবৃত্তান্ত কর্ণগোচর হইবামাত্র, গৃহস্বামীর কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল; দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন; অনন্তর, ইব্রাহিমের দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া বলিলেন, অহে বৈদেশিক, তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তজ্জন্য এই দণ্ডে তোমার প্রাণবধ করা উচিত। কিন্তু তোমায় বিপদ্‌গ্রস্ত জানিয়া, আপন আলয়ে আশ্রয় দিয়াছি ও অভয়দান করিয়াছি। এমন স্থলে আমি তোমার প্রাণবধ করিয়া, অধর্মগ্রস্ত হইতে পারিব না। আমি, তোমায় পাথেয়স্বরূপ, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি; উহা লইয়া অবিলম্বে আমার আলয় হইতে পলায়ন কর। অতঃপর এরূপ সাবধান হইয়া চলিবে, যেন আর কখনও তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার না ঘটে; সাক্ষাৎকার ঘটিলেই, আমার হস্তে তোমার মৃত্যু অবধারিত জানিবে। এইরূপ বলিয়া, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, তিনি ইব্রাহিমকে বিদায় দিলেন।

দয়া ও সদ্বিবেচনা

বিপক্ষেরা, কুপরামর্শ দিয়া, সাম্রাজ্যের কতিপয় দূরবর্তী প্রদেশে, প্রজাদিগকে রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থিত করিয়াছে; এই সংবাদ পাইয়া, চীনের সম্রাট্ সাতিশয় কুপিত হইলেন, এবং স্বীয় অমাত্যবর্গকে বলিলেন, তোমরা আমার সমভিব্যাহারে আইস, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অবিলম্বে বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিব। এই বলিয়া, তিনি, বিদ্রোহীদের দণ্ডবিধানার্থ, প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট প্রবল সৈন্য সহিত, সন্নিহিত হইবামাত্র বিদ্রোহীরা, তাঁহার শরণাগত হইয়া, নিতান্ত বিনীত ও একান্ত কাতরভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। তিনি ক্ষমা ও অভয় দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, সম্রাট্ তাহাদের গুরুতর দণ্ডবিধান করিবেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রধান অমাত্য, সম্রাটের সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনি পূর্বে স্পষ্টবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিবেন, কিন্তু এক্ষণে, ক্ষমা ও অভয় দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেছেন। এই কি আপনকার প্রতিজ্ঞাপালন?

প্রধান অমাত্যের কথা শুনিয়া, সম্রাট সহাস্য বদনে বলিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিব। কিন্তু, আমি উপস্থিত হইবামাত্র, যখন উহারা আমার শরণাগত হইল, এবং বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, তখন উহারা আর আমার বিপক্ষ নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ, এক্ষণে উহারা আমার সহিত যেরূপ ভদ্র ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে উহারা আমার বন্ধু হইয়াছে। এমন স্থলে, উহাদিগকে বিপক্ষ ভাবিয়া, উহাদের প্রাণবধ প্রভৃতি উৎকট দণ্ডবিধান করা, কদাচ উচিত হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া, সন্নিহিত সমস্ত লোক মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং সম্রাটের দয়া, সৌজন্য ও সদ্বিবেচনার সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ফল

মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর ফিলিপ অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। আর্গাইল্‌নিবাসী আর্কেডিয়স্‌ নামে এক ব্যক্তি সর্বদা তাঁহার অতিশয় নিন্দা করিত। একদা আর্কেডিয়স্‌ ঘটনাক্রমে, ফিলিপেব অধিকারে প্রবেশ করাতে, রাজপুরুষেরা, তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া, রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন, এবং বলিলেন, মহারাজ, এই দুরাত্মা, সতত, আপনকার কুৎসাকীর্তন করে; এক্ষণে ঘটনাক্রমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের প্রার্থনা এই, এ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন; এবং, অতঃপর, যাহাতে আর আপনকার নিন্দা করিতে না পাবে, তাহারও যথোপযুক্ত উপায় বিধান করুন।

রাজপুরুষদিগের প্রার্থনা ও উপদেশ শুনিয়া, ফিলিপ বলিলেন, তোমরা যে উপদেশ দিতেছ, তদনুযায়ী কায করা, সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। এই রাজবাক্য শুনিয়া, সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেই মনে কবিয়াছিলেন, রাজা তাহাদের কারাগারে রুদ্ধ করিবেন, এবং অবশেষে, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন। কিন্তু, তিনি তাহাকে নিকটে আনাইয়া, যথেষ্ট সমাদরপূর্বক, আপন সম্মুখে বসাইলেন, এবং তাহার নিজের ও পরিবারবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, বন্ধুভাবে কিয়ংক্ষণ, কথোপকথন করিলেন। এইরূপে, যথোচিত শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপের পর, বহুমূল্য উপহার দিয়া, তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন।

আর্কেডিয়স্‌ ভাবিয়াছিলেন, ফিলিপ তাঁহার প্রথমতঃ যথোচিত শাস্তি ও অবশেষে প্রাণদণ্ড করিবেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া, মোহিত ও চমংকৃত হইয়া, আন্তরিক ভক্তিসহকারে তাঁহার প্রশংসাকীর্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সন্নিহিত রাজপুরুষেরা বলিলেন, মহারাজ, ওরূপ দুরাচারের সহিত, এরূপ ব্যবহার করা, আমাদের বিবেচনায় ভাল হয় নাই; ইহাতে উহার আরও আস্পর্ধা বাড়িবে;

এবং মনে করিবে, আপনি উহার তোষামোদ করিলেন। ফিলিপ শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কিছু দিন পরে, চারি দিক্ হইতে, সংবাদ আসিতে লাগিল, আর্কেডিয়স্, এত কাল, রাজার বিষম শত্রু ছিল; এক্ষণে, তাঁহার, যার পর নাই, হিতৈষী হইয়াছে; সর্বত্র, সর্বাধিক লোকের নিকট, সে রাজার গুণানুবাদ ও প্রশংসাকীর্তন করে, এবং আন্তরিক, ভক্তি সহকারে, রাজার উল্লেখ করিয়া, মুক্ত কণ্ঠে বলিতে থাকে, মাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের তুল্য অমায়িক, নিরহঙ্কার, উন্নতচিত্ত, উদারচরিত পুরুষ, কস্মিন্ কালেও, কাহারও নয়নগোচর হইয়াছে, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি যে, সবিশেষ না জানিয়া, এত কাল, তাঁহার কুৎসাকীর্তন করিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত নির্বোধ ও যার পর নাই অভদ্রের কার্য হইয়াছে। এই সকল কথা শুনিয়া, ফিলিপ পার্শ্ববর্তী রাজপুরুষবর্গের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্বক, সহাস্য বদনে বলিলেন, এখন বল দেখি, আমি তোমাদের অপেক্ষা, নিপুণতর চিকিৎসক কি না?

দয়া ও সদ্বিবেচনা

ইংলণ্ডদেশের প্রসিদ্ধ কবি শেন্‌ষ্টোন কোনও স্থানে যাইতেছিলেন। পথের দুই পার্শ্বে জঙ্গল; এরূপ স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা এক ব্যক্তি, জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহার সম্মুখে পিস্তল ধরিয়া বলিল, আপনকার সঙ্গে যে টাকা আছে, আমায় দেন; নতুবা এখনই গুলি করিয়া, আপনকার প্রাণসংহার করিব। শেন্‌ষ্টোন, চকিত হইয়া, এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সে বলিল, আপনি আমার মত দরিদ্র নহেন; টাকার জন্য এত ভাবিতেছেন কেন? যদি প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকে, টাকা দেন, বিলম্ব করিবেন না। শেন্‌ষ্টোন, টাকা বহিষ্কৃত করিয়া, তাহাকে বলিলেন, ওরে হতভাগ্য, এই টাকা লও; এবং যত শীঘ্র পার, পলায়ন কর। সে ব্যক্তি টাকা লইয়া, পিস্তলটি জলে ফেলিয়া দিল, এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শেন্‌ষ্টোনের সঙ্গে একটি অল্প বয়স্ক পরিচারক ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি অপরিজ্ঞাত রূপে, ঐ লোকটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাও; এবং ও কোন্ স্থানে থাকে, তাহা দেখিয়া আইস। পরিচারক, দুই ঘণ্টার মধ্যে, প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিল, এবং বলিল, ও ব্যক্তি হেল্‌স্‌ওয়েলে থাকে। আমি তাহার বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, কপাটস্থিত ছিদ্র দ্বারা, দেখিতে পাইলাম, সে টাকার থলিটি তাহার স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল, এবং বলিল, আমি ইহকালে ও পরকালের জলাঞ্জলি দিয়া, এই টাকা আনিয়াছি, লও; তৎপরে, দুটি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহাদিগকে বলিল, তোমাদের প্রাণরক্ষার্থে, আমি আপনার সর্বনাশ করিলাম। এই বলিয়া, নিতান্ত শোকাকুল হইয়া, সে ব্যক্তি রোদন করিতে লাগিলেন।

এই কথা শুনিয়া, শেন্‌ষ্টোন সে ব্যক্তির স্বভাব, চরিত্র ও অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং জানিতে পারিলেন, সে মজুরী করিয়া দিনপাত করে; অবস্থা নিতান্ত মন্দ; পরিবার অনেকগুলি; কিন্তু, পরিশ্রমী ও সংস্বভাব বলিয়া, সকলের নিকট পরিচিত। এই সমস্ত অবগত হইয়া, শেন্‌ষ্টোন বিবেচনা করিলেন, ইহার স্বভাব ও চরিত্রের যেরূপ পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে এ অপকর্ম করিবার লোক নহে। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই, ইহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে, যাহাতে ইহার পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ উপায় করিয়া দিলে, ইহাকে দুশ্চরিত্র হইতে হয় না। অতএব, তাহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

এই স্থির করিয়া, তিনি অবিলম্বে, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে বিষণ্ণ বদনে, তাঁহার চরণে নিপতিত হইল, এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে, ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তদীয় ঈদৃশ ভাব দর্শনে, শেন্‌ষ্টোনের অন্তঃকরণে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি, তাহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অশেষ প্রকারে, তাহার সান্ত্বনা করিলেন; আশ্বাসপ্রদান পূর্বক, তাহারে সমভিব্যাহারে

লইয়া, আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং যাহাতে সে অনায়াসে পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে পারে, এরূপ এক কর্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তদবধি, আর কখনও, সে দস্যুবৃত্তি বা অন্যবিধ কোনও দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয় নাই।

দয়া, সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা

জোসেফ নামে এক কাফরি, বারবেডো নগরে, বাস করিতেন। তাঁহার কিছু অর্থসংস্থান ও সামান্যরূপ একটি দোকান ছিল। ঐ দোকানে ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা, তিনি যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহ হইত। জোসেফ্ অতি সজ্জন, ধর্মশীল ও পরোপকারী ছিলেন। সেই নগরে অনেক দোকান ছিল; কিন্তু তাঁহার দোকান সর্বক্ষণ, খরিদদারগণে পরিপূর্ণ থাকিত, যদি কেহ কোনও দ্রব্য খুঁজিয়া না পাইত, জোসেফ্ পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া, সে দ্রব্যের যোগাড় করিয়া দিতেন। বস্তুতঃ, সচ্চরিত্র ও পরোপকারী বলিয়া, তিনি সর্ববিধ লোকের নিকট, সাতিশয় আদরণীয় ও মাননীয় ছিলেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে আগুন লাগিয়া, ঐ নগরের অধিকাংশ ভস্মসাৎ হইয়া যায়, এবং অনেক অধিবাসীর সর্বস্বান্ত হয়। জোসেফ্ যে অংশে বাস করিতেন, কেবল ঐ অংশে কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই। যাহাদের সর্বস্বান্ত হইয়াছিল, জোসেফ্ যথাশক্তি, তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম অবস্থায় কোনও পরিবারের নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন। ঐ পরিবারেরও এক ব্যক্তির, এই উপলক্ষে, সর্বস্বান্ত ঘটে। এ ব্যক্তি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, কিন্তু সাতিশয় দানশীলতা দ্বারা, অগ্নিদাহের পূর্বেই, নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়েন; পরে যে কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই অগ্নিদাহে, সে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার দুরবস্থা দর্শনে, জোসেফের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়ার সঞ্চার হইল। ইনি অতিশয় দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন, এবং ইনি যে পরিবারের লোক, জোসেফ্ এক সময়ে, ঐ পরিবারের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,

এই দুই কারণে, ঈদৃশ দুঃসময়ে ইহাব আনুকূল্য কবিবাব নিমিত্ত, জোসেফেব নিতান্ত ইচ্ছা হইল।

কিছু দিন পূর্বে, এই ব্যক্তি খত লিখিযা দিযা, জোসেফেব নিকট হইতে, ৬০০ ছয শত টাকা, ধাব লইযাছিলেন। জোসেফ্ ভাবিলেন, এ ব্যক্তিব সর্বস্বান্ত হইযাছে, তাহাব উপব আবাব ঋণদায়, কিরূপে এ ঋণেব পবিশোধ কবিবেন এই দুর্ভাবনায়, ইহাকে অতিশয় অসুখে কালযাপন কবিতে হইবে। এ অবস্থায় ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, ইনি অনেক অংশে নিশ্চিন্ত হইতে পাবিবেন। অতএব, অদ্যই আমি ইঁহাকে ঋণ হইতে মুক্ত কবিব। এরূপ কবিলে, আমি এই পবিবাবের নিকট যে উপকাব প্রাপ্ত হইযাছি, কিযং অংশে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন কবা হইবে।

এই স্থিব কবিযা, জোসেফ্ ঐ ব্যক্তিব নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং যথোচিত বিনয ও সম্মান সহকাবে, সম্ভাষণ কবিয়া, বলিলেন, মহাশয়, এই অগ্নিদাহে আপনকাব যে ভযানক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া, আমাব অন্তঃকবণে যংপবোনাস্তি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; এবং, এক সময়ে আমি আপনকাব পবিবাবেব নিকট যে উপকাব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও আমাব অন্তঃকবণে সর্বক্ষণ জাগরূক বহিয়াছে। আব আমি স্পষ্ট বুঝিতে পাবিতেছি, আপনকাব যে ঋণ আছে, কি রূপে তাহাব পবিশোধ কবিবেন, এই দুর্ভাবনায, অত্যন্ত অসুখে আপনাকে কালযাপন কবিতে হইবে। আমাব নিকটে আপনকাব যে ঋণ আছে, সে জন্য আব আপনকাব চিন্তিত হইবাব প্রযোজন নাই। আমি, আহ্লাদিত চিত্তে, আপনাকে ঋণমুক্ত কবিতেছি। বিপদাপন্ন ব্যক্তির সাহায্য কবা মনুষ্যমাত্রেব অবশ্যকর্তব্য, বিশেষতঃ আমি আপনাদের নিকট যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি; তজ্জন্য, কার্য দ্বাবা কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন কবা, আমাব পক্ষে সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। আমি আপনকার এ অবস্থায়, কিঞ্চিৎ অংশেও যে, সাহায্য কবিতে পারিলাম, ও কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনের অবসর পাইলাম, তাহাই আমি প্রচুর লাভ মনে করিতেছি।

আপনকার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা পাইলে, আমি যত আহ্লাদিত হইতাম, আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া, আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আহ্লাদিত হইলাম। এক্ষণে, আপনকার নিকট, বিনয়বচনে আমার প্রার্থনা এই, আমা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, যদি কখনও আপনকার এরূপ কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হয়, অনুগ্রহপূর্বক জানাইলে, আমি চরিতার্থ হইব।

এইরূপ বলিয়া, জোসেফ্ তাঁহার লিখিত খতখানি সন্নিহিত জ্বলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। জোসেফের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, এই ব্যক্তি, অল্প বেতনে, কোনও কর্মে নিযুক্ত হইলেন, এবং তাহাতেই কোনও রূপে, দিনপাত করিতে লাগিলেন। সচ্ছল অবস্থায়, তিনি অনেকের আনুকূল্য করিতেন, এবং আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে মধ্যে মধ্যে আহার করাইতেন। আয়ের খর্বতা বশতঃ এক্ষণে সেরূপে চলা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত; কিন্তু এরূপ করিতে না পারিলে, তাঁহার অসুখের সীমা থাকিত না। আত্মীয়েরা, অথবা অন্যবিধ লোকে, তাঁহার আলয়ে আহার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেন না; তাঁহারা উপস্থিত হইলে, তদীয় ভৃত্য, জোসেফের নিকটে গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানাইত। জোসেফ্ তৎক্ষণাৎ আবশ্যক আহারসামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ, তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, জোসেফ আহ্লাদিতচিত্তে, তাহার সমাধান করিয়া দিতেন।

অমায়িকতা ও উদারচিত্ততা

হলষ্টিন্ নগরে, রুশিয়া রাজ্যের এক দল অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। ঐ সৈন্যদলের বার্ নামক অধ্যক্ষ, সাতিশয় কার্যদক্ষ ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া, বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি, কোন্ দেশে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কেহই জানিত না।

লুসম্ নামক নগরে অবস্থিতিকালে, তিনি যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যক্তিমাত্রেই চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

এক দিন সৈন্যসংক্রান্ত কর্মচারিগণ ও আর কতকগুলি ভদ্র লোক, তদীয় আলয়ে আহার করিবার নিমিত্ত, নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঐ নগরে এক ব্যক্তি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন পূর্বক কথঞ্চিৎ জীবিকানির্বাহ করিতেন। সেনাপতি বাব, এক সহকারী কর্মচাবী দ্বাবা, ঐ ব্যক্তিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আজ অমুক সময়ে আপনি সস্ত্রীক, আমাব আবাসে আসিবেন।

সেনাপতি কি জন্য আহ্বান কবিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি অতিশয় ভয় পাইলেন। তাঁহাব আদেশ লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায়, তিনি সস্ত্রীক, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলে, সেনাপতির সম্মুখে নীত হইলেন। সেনাপতি, তাঁহাদেব দিকে দৃষ্টিসঞ্চাবণ করিয়া, বুঝিতে পাবিলেন, তাঁহাবা অতিশয় ভয় পাইয়াছেন। তখন তিনি সাদর সম্ভাষণ পূর্বক অভয়দান কবিয়া বলিলেন, আমি, কোনও দুষ্ট অভিপ্রায়ে, আপনাদের আহ্বান কবি নাই। আমি কোনও প্রকাবে অত্যাচাব বা অসদ্ব্যবহাব কবিব, আপনাবা ক্ষণকালেব জন্যও, সে আশঙ্কা করিবেন না; আপনাদেব সহিত বিশিষ্টরূপ আলাপ করা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অদ্য আমি আপনাদিগকে আহার করাইব। আপনাবা, নির্ভয় ও নিরুদ্বেগ হইয়া, উপবেশন করুন। এই বলিয়া, তিনি তাহাদিগকে আপন সমীপে উপবেশিত করিলেন, এবং নিরতিশয় সদয়ভাবে, তাঁহাদেব সহিত নানা বিষয়ে, কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আহাবের সময় উপস্থিত হইল। সেনাপতি তাঁহাদিগকে আপনার নিকট বসাইলেন; সাতিশয় যত্ন ও আদর পূর্বক, আহার করাইলেন; এবং তাঁহাদের পরিবারসংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি বলিলেন, আমার পিতা, সামান্য ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্বাহ করিতেন; আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান; আমার দুইটি সহোদর ও একটি ভগিনী আছেন। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুই ভিন্ন আপনকার

কি আর সহোদর নাই ? তিনি বলিলেন, না মহাশয়, এক্ষণে, আমার আর সহোদর নাই। আমার আর একটি সহোদর ছিলেন বটে ; কিন্তু তিনি সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত, অতি অল্প বয়সে, বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন কি না, বলিতে পারি না ; কারণ, তদবধি আর তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই

অত্যুচ্চপদারূঢ় সেনাপতিকে, এক সামান্য দোকানদারের সহিত, সাতিশয় সদয় ভাবে, কথোপকথনে আবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহার অধীন সৈন্য-সংক্রান্ত কর্মচারীরা চমৎকৃত হইলেন। সেনাপতি, তাঁহাদের ভাব বুঝিতে পারিয়া, বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, সর্বদা শুনিতে পাই, আমি কোন্ দেশে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এ বিষয়ে তোমরা সতত অনুসন্ধান করিয়া থাক ; কিন্তু এ পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পার নাই। এজন্য, আজ আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, এই নগর আমার জন্মস্থান, ইনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। এই কথা শুনিয়া, সকলে বিশেষতঃ তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে, বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর, সেনাপতি, নিরতিশয় স্নেহ ও সমাদর সহকারে, আলিঙ্গন করিয়া, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বলিলেন, আপনকার যে সহোদর নরলোকে বিদ্যমান নাই বলিয়া, বোধ করিয়াছেন ; আমি আপনকার সেই সহোদর। কল্য আমরা সকলে আপনকার আলয়ে আহার করিব। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে, সবিশেষ সম্মানপূর্বক, বিদায় দিলেন ; এবং যাহাতে তদীয় আলয়ে আহারক্রিয়া, সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবার নিমিত্ত, আদেশপ্রদান করিলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, মহামতি সেনাপতি, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের সাংসারিক ক্লেশের, সর্বতোভাবে নিবারণ করিলেন। তদবধি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সর্বত্র মান্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সেনাপতির ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তত্রত্য সমস্ত লোক, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদপ্রদান করিয়াছিলেন।

যথার্থবাদিতা ও অকুতোভয়তা

প্রসিদ্ধ সাহসী চতুর্থ এলন্‌জো, যৌবনকালে পোর্ত্তুগালের রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তিনি সাতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন, এবং মৃগয়ার আমোদেই, সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। আপনারা সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে, তদায় প্রিয়পাত্রেরা, মৃগয়ার গুণকীর্তন করিয়া, তাহাকে মৃগয়াতে উৎসাহিত করিতেন। মৃগয়ার অনুরোধে, তিনি নিয়ত অরণ্যে অবস্থিতি করিতেন, রাজকার্যে একেবারেই মনোযোগ দিতেন না, তাহাতে রাজকার্যনির্বাহ বিষয়ে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে, গুরুতর কার্যবিশেষের অনুরোধে তাঁহাকে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে হইল। তাঁহার উপস্থিতির পূর্বে, রাজ্যের প্রধান লোকেরা ও রাজমন্ত্রীরা, সভাভবনে সমবেত হইয়া, তদীয় আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি, সভাভবনে প্রবিষ্ট ও সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই, একমাস অরণ্যে থাকিয়া, মৃগয়ার আমোদে, কেমন সুখে কালযাপন করিয়াছেন, আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিতে লাগিলেন; যে কার্যের অনুরোধে, তাঁহাকে রাজধানীতে আসিতে হইয়াছে, তাহার একবারও উল্লেখ করিলেন না।

তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইলে, এক অতি প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বলিলেন, রাজসভা ও রণক্ষেত্র রাজাদের নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে, বনজঙ্গল তাহাদের নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে। গৃহস্থ লোক, আবশ্যক কার্যে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল আমোদে কাল কাটাইলে, তাহাদেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু রাজারা, রাজকার্যে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল আমোদে আসক্ত হইলে, দেশস্থ সমস্ত লোকের অনিষ্ট হয়; আপনি মৃগয়াস্থলে যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমরা এখানে আসি নাই, কোনও গুরুতর কার্যের অনুরোধেই আসিয়াছি। মহারাজের প্রজাদের যে ক্লেশ ও দুরবস্থা ঘটিয়াছে, যদি তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী ও যত্নবান্ হন, তবেই তাহারা আপনকার

অনুগত ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে; নতুবা—এই পর্যন্ত শুনিয়াই ক্রোধে অধৈর্য হইয়া, রাজা বলিলেন, নতুবা কি করিবে? রাজার ক্রোধ দর্শনে, কোনও অংশে শঙ্কিত না হইয়া, সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দৃঢ়বাক্যে বলিলেন, নতুবা, তাহারা রাজধর্ম প্রতিপালন করেন, এরূপ কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিবে।

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, এলনজোর কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, তোমরা আমার যে অবমাননা করিলে, অবিলম্বে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি, এই বলিয়া, সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু, কিয়ৎক্ষণ পরেই, নিতান্ত শান্তমূর্তি হইয়া, সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহার মর্মগ্রহ করিতে পারিয়াছি। বাস্তবিক, যে ব্যক্তি, রাজা হইয়া, প্রজার হিতসাধনে যত্নবান্ না হইবে, প্রজারা কখনই তাহার অনুগত থাকিবে না। আমি ধর্মসাক্ষী করিয়া, সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ অবধি, আর আমি মৃগয়া বা অন্যবিধ ব্যসনে, ক্ষণকালের জন্যও আসক্ত হইব না; অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, সর্বপ্রযত্নে রাজকার্যসম্পাদনে তৎপর হইব; প্রাণান্তেও এই প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘন করিব না।

এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজসভায় সমবেত সম্ভ্রান্তগণ ও অমাত্যবর্গ আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং আশীর্বাদপ্রয়োগ পূর্বক, রাজাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। রাজা, সেই দিন অবধি, মৃগয়া প্রভৃতি সর্ববিধ ব্যসনে বিসর্জন দিয়া, দিবারাত্র, রাজকার্যসম্পাদনে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন; একদিন একক্ষণের জন্যও, সে বিষয়ে অযত্ন বা উপেক্ষা করেন নাই। ফলতঃ, তিনি রাজ্যের যেরূপ মঙ্গলবিধান ও প্রজাবর্গের যেরূপ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, পোর্তুগালদেশে কখনও কোনও রাজা সেরূপ করিতে পারেন নাই।

অদ্ভুত অমায়িকতা

সম্রাট্ দ্বিতীয় জোসেফ্ অতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; সর্বদা সর্ববিধ লোকের সহিত, আলাপ করিতেন; সম্রাট্পদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, কাহাকেও হেয়জ্ঞান কবিতেন না। তিনি একদা ফ্রান্সেব রাজধানী পাবী নগরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি প্রচ্ছন্নবেশে, পান্থনিবাসে গিয়া, সকল লোকেব সহিত, নিতান্ত অমায়িক-ভাবে, কথোপকথন করিতেন।

একদিন, তিনি, এক ব্যক্তির সহিত সতবঞ্চ খেলিতে বসিলেন। প্রথম বাজিতে তাঁহাব হার হইল সম্রাট্ আর এক বাজি খেলিবার ইচ্ছাপ্রকাশ কবিলে, সে ব্যক্তি বলিলেন, মহাশয়, আমায় মাপ করিবেন; আমি আব খেলিতে পাবিব না। শুনিয়াছি, অদ্য সম্রাট্ রঙ্গভূমিতে যাইবেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় যাইব। তখন তিনি বলিলেন, আপনি, সম্রাট্কে দেখিবাব নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছেন কেন; তাঁহাকে দেখিলে, আপনাব কি লাভ হইবে, বলুন। আমি আপনাকে অবধারিত বলিতেছি, তাঁহাতে ও অন্য অন্য ব্যক্তিতে, কোনও অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ নাই। তখন সে ব্যক্তি বলিলেন, যা হউক না কেন; সম্রাট্ অতি প্রসিদ্ধ প্রধান লোক; তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, অনেক দিন অবধি, আমার অনিবার্য কৌতূহল জন্মিয়া আছে; নিকটে পাইয়াও, যদি তাঁহাকে একবাব না দেখি, তাহা হইলে, আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ থাকিবে।

তাহাব এইরূপ ব্যগ্রতা দেখিয়া, সম্রাট্ বলিলেন, আপনার রঙ্গভূমিতে যাইবাব কি এই একমাত্র উদ্দেশ্য? তিনি বলিলেন, হাঁ মহাশয়, বাস্তবিক, আমার এতদ্ভিন্ন আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন সম্রাট্ বলিলেন, আসুন, আমরা আর এক বাজি খেলি; ও জন্য, আর আপনকার ক্লেশস্বীকার করিয়া, রঙ্গভূমিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত, তথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন, সে ব্যক্তি এই আপনকার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে।

এই কথা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র, চকিত ও চমৎকৃত হইয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সাতিশয় সম্মান সহকারে, অভিবাদন করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, নিতান্ত বিনীত বচনে, নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আপনাকে সামান্য ব্যক্তি স্থির করিয়া, সমকক্ষ ভাবে কথোপকথন করিয়াছি, এবং আপনকার সহিত খেলিতে বসিয়াছি, ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, দয়া করিয়া তাহার মার্জনা করিতে হইবে। সম্রাট শুনিয়া, সহাস্য বদনে, হস্ত ধরিয়া, তাহাকে বসাইলেন, এবং অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া ও অভয়দান করিয়া, পুনর্বার তাহার সহিত খেলিতে বসিলেন।

তদীয় ঈদৃশ অদ্ভুত অমায়িক ভাব দর্শনে, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, তিনি, মনে মনে, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ঈদৃশ অমায়িক ভাব অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার।

কৃতঘ্নতা

এক সৈনিক পুরুষ রণক্ষেত্রে অসাধারণ সাহসপ্রদর্শন করাতে, মাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের সাতিশয় অনুগ্রহভাজন হইয়াছিল। সে জলপথে কোনও স্থানে যাইতেছিল, পথিমধ্যে, অতি প্রবল বাত্যা, উপস্থিত হওয়াতে, নৌকা জলমগ্ন হইল। সে, প্রবল পবন বেগে তীরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, উলঙ্গ ও মৃতপ্রায় পতিত রহিল। ঘটনাক্রমে, ঐ প্রদেশের এক ব্যক্তি, সেই সময়, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তাহার তাদৃশী দশা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন, এবং সবিশেষ যত্ন সহকারে, অশেষ প্রকারে, তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। চল্লিশ দিন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। তিনি দয়া করিয়া, স্বীয় আলয়ে না লইয়া গেলে, এবং সবিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়স্বীকার পূর্বক, তাহার শুশ্রূষা না করিলে, সে নিঃসন্দেহ, কালগ্রাসে পতিত হইত। তিনি,

যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ও আবশ্যক পাথেয় দিয়া তাহাকে স্বদেশগমনার্থ বিদায় করিলেন।

প্রস্থানকালে, সৈনিক পুরুষ স্বীয় আশ্রয়দাতাকে বলিল, মহাশয়, আমার সৌভাগ্যক্রমে, আপনি, সেদিন, সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, নতুবা আমার অবধারিত প্রাণবিয়োগ ঘটিত। আপনি, আমার জন্য, যেরূপ যত্ন, যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থব্যয় করিয়াছেন, পিতা, পুত্রের জন্য, সেরূপ করিতে পারেন কি না, সন্দেহস্থল। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি কস্মিন কালেও তাহা ভুলিতে পারিব না। অধিক আর কি বলিব, আপনি আমার জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও অধিক। এইরূপ বলিয়া, অসময়ে আশ্রয়দাতার নিকট বিদায় লইয়া, সৈনিক পুরুষ স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সৈনিক পুরুষের আশ্রয়দাতা যে ভূমিতে বাস ও কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন, ফিলিপ, দানপত্র দ্বারা, সেই ভূমি, ঐ সৈনিক পুরুষকে পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। এইরূপে সে, প্রাণদাতার অধিকৃত ভূমির অধিকারী হইয়া, তাঁহার গৃহ ভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে বলপূর্বক উঠাইয়া দিল। তিনি, তদীয় ঈদৃশী অকৃতজ্ঞতা দর্শনে, সাতিশয় বিস্মিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদনপত্র দ্বারা, ফিলিপের গোচর করিলেন। মানুষ এতদূর অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, তাঁহার সেরূপ বোধ ছিল না। পত্রপাঠ মাত্র, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি, তৎক্ষণাৎ পূর্বস্বামীকে সেই ভূমিতে অধিকারপ্রদানের আদেশপ্রদান করিলেন, এবং সেই পাপিষ্ঠ সৈনিক পুরুষকে স্বীয় সমক্ষে আনাইয়া, তাহার ললাটে, কৃতঘ্ন নরাধম, এই দুটি শব্দ লেখাইয়া, আপন অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কৃতঘ্ন ব্যক্তি, সর্ব কালে, সর্ব দেশে, সর্ব সমাজে, নিরতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকে। মনুষ্যের যত দোষ সম্ভবিতে পারে, গ্রীক্‌দেশীয় লোকে কৃতঘ্নতাকে, সেই সমস্ত দোষ অপেক্ষা, গুরুতর বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা কৃতঘ্ন ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ ও তাহার মুখাবলোকন করিতেন না।

কৃতজ্ঞতা ও অকুতোভয়তা

আরবদিগের খলীফা হারুন উর্ রশীদের, জাফর বর্মাকী নামে, বিলক্ষণ কার্যদক্ষ, সাতিশয় ধর্মপরায়ণ মন্ত্রী ছিলেন। কোনও কারণে কুপিত হইয়া, খলীফা তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন, এবং এই ঘোষণা করিয়া দেন, যদি কেহ মন্ত্রীর গুণকীর্তন করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু, এক বৃদ্ধ আরব, সতত, সর্বসমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে, মন্ত্রীর গুণকীর্তন করিতেন। এই বিষয় খলীফার কর্ণগোচর হইলে, তদীয় আদেশক্রমে, ঐ বৃদ্ধ আরব, তাঁহার সমক্ষে নীত হইলেন। তখন খলীফা, সাতিশয় রোষপ্রদর্শনপূর্বক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন সাহসে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ।

খলীফার এই কোপপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণে, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া বৃদ্ধ বিনীত বচনে বলিলেন, ধর্মাবতার, যদি আমি, প্রাণভয়ে, মৃত মন্ত্রীর গুণকীর্তনে বিরত হই, তাহা হইলে, আমায় উৎকট অকৃতজ্ঞতা

পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অকৃতজ্ঞ বলিয়া, লোকালয়ে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি অতি দীন ও সহায়হীন ছিলাম;

আমায়, অধিক দিন, সপরিবারে অনাহারে থাকিতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হওয়াতে, আমার দুঃখ দূর হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন এবং সর্বত্র মান্য ও গণ্য হইয়াছি। এ সমস্তই সেই দয়াশীল মহাপুরুষের অনুগ্রহের ফল। তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ আমার হৃদয়ে, সর্বক্ষণ, বিলক্ষণ জাগরূপ রহিয়াছে। এমন স্থলে, প্রাণদণ্ডভয়ে, তাঁহার গুণকীর্তনে বিরত হইলে, আমায় নিরতিশয় অধর্মগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব ধর্মাবতার, ইচ্ছা হয়, আমার প্রাণদণ্ড করুন; জীবিত থাকিয়া, আমি কোনও কারণে, তাঁহার গুণকীর্তনে বিরত হইতে পারিব না।

বৃদ্ধ আরবের কৃতজ্ঞতা ও অকুতোভয়তার আতিশয্য দর্শনে, খলিফা যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন, এবং সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে বহুমূল্য পুরস্কার দিলেন। তখন, সেই বৃদ্ধ আবার বলিলেন, ধর্মাবতার, বর্মীকার অনুগ্রহই আমার এই অভাবনীয় সম্মানের একমাত্র কারণ।

উপকার স্মরণ

একদিন, আমেরিকার এক আদিম নিবাসী ইংরেজদের পান্থনিবাসে উপস্থিত হইল, এবং পান্থনিবাসের কর্ত্রীর নিকটে প্রার্থনা করিল, আপনি দয়া করিয়া আমায় কিছু আহার দেন; আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি। আপনি যে আহার দিবেন, আজ আমি তাহার মূল্য দিতে পারিব না। অঙ্গীকার করিতেছি, যত শীঘ্র পারি, আপনার এই ঋণের পরিশোধ করিব; কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। পান্থনিবাসের কর্ত্রী তাহার প্রার্থনা শুনিয়া, যথেষ্ট গালি দিলেন, এবং বলিলেন, আমি পরিশ্রম করিয়া যে উপার্জন করি, তোর মত লোককে খাওয়াইয়া তাহা নষ্ট করিতে পারিব না। তুই, এখনই এখান হইতে চলিয়া যা।

এই কথা শুনিয়া, সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, তথায় উপস্থিত এক ভদ্র ব্যক্তি, তাহার আকার প্রকার দর্শনে, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সে, যথার্থই, ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছে। তখন তিনি পান্থনিবাসের কর্ত্রীকে বলিলেন, এ ব্যক্তির যাহা আবশ্যক হয়, দাও;

আমি তাহার মূল্য দিব। আহার সমাপ্ত হইলে, আমেরিকার লোকটি, আহারদাতার নিকটে গিয়া, ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিয়া, বিনয়নম্র বচনে বলিল, আপনি আমার উপর যে দয়া প্রকাশ করিলেন, আমি কখনও তাহা বিস্মৃত হইব না। এই বলিয়া, সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল।

ইংরেজেরা, ইংলণ্ডের নিমিত্ত আমেরিকার আদিমনিবাসীদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেন, এজন্য, তাঁহাদের উপর, তাহাদের ভয়ানক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সুযোগ পাইলে, তাহারা তাহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে ক্রটি করিত না। একদা ঐ ভদ্র ব্যক্তি মৃগয়া উপলক্ষে, কোনও অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে, সেই সময়ে, আমেরিকার কতকগুলি আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল, এবং দেখিবামাত্র, তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া, আপনাদের বাসস্থানে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন ও পরামর্শের পর, তাহারা স্থির করিল, এই দণ্ডে ইহার প্রাণদণ্ড করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থা শুনিয়া, তথায় উপস্থিত এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিল, অল্প দিন হইল, আমার পুত্রটি, লড়াই করিতে গিয়া, মারা পড়িয়াছে, অতএব এই লোকটি আমায় দাও ইহাকে আমি পুত্র করিয়া রাখিব। তদনুসারে, ঐ ব্যক্তি, বৃদ্ধার আলয়ে গিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন, তিনি, বনমধ্যে, একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে, একটি আমেরিকার আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল, এবং

অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিল, আপনি অনুগ্রহপূর্বক, অমুক দিন, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে গিয়া, আমার সহিত দেখা করিবেন। তিনি সম্মত হইলেন, কিন্তু, এ ব্যক্তি কেন আমায় ঐ স্থানে যাইতে বলিল, হয়ত উহার কোনও দুষ্ট অভিসন্ধি আছে, এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ফলত, এ বিষয়ের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাহার ভয় হইতে লাগিল। এজন্য, তিনি, নিয়মিত দিনে তথায় উপস্থিত হইলেন না।

কিয়ৎদিন পরে ঐ আমেরিকার লোক, পুনর্বার, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখন তিনি লজ্জিত হইয়া, বলিলেন, আমি নানা কারণে, সেদিন যাইতে পারি নাই, এক্ষণে দিন স্থির করিয়া বল, এবার আমি অবধারিত সময়ে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তদনুসারে দিন নির্ধারিত হইল। অনন্তর, তিনি, নির্ধারিত দিনে, নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি, দুই বন্দুক, দুই বারুদপাত্র, দুই ভোজ্যাধার লইয়া, বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিবামাত্র, সে বলিল, আপনি, এই ত্রিবিধ দ্রব্যের এক একটি লইয়া, আমার সঙ্গে আসুন। আপনি ভয় পাইবেন না, আমার দুষ্ট অভিসন্ধি নাই, তাহা থাকিলে, আমি এই দণ্ডে, আপনকার প্রাণসংহার করিতে পারিতাম। তবে, আমি আপনাকে, কি জন্য কোথায় লইয়া যাইতেছি, এখন তাহা ব্যক্ত করিব না। তদীয় ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে, সাহসী হইয়া, বন্দুক, বারুদপাত্র ও ভোজ্যাধার লইয়া, তিনি তাহার সমভিব্যাহারী হইলেন।

কতিপয় দিনের পর, তাঁহারা এক উচ্চ পাহাড়ের উপর উপস্থিত হইলেন, এবং, কিয়ৎ পরে কতকগুলি গৃহ দেখিতে পাইলেন। সেখানে কৃষিকার্য হইয়া থাকে, তাহারও লক্ষণ লক্ষিত হইল। তখন, আমেরিকার আদিমনিবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে স্থানে লোকের বসতি দৃষ্ট হইতেছে, আপনি ঐ স্থানের নাম জানেন তিনি বলিলেন, উহার নাম লিচ্‌ফিল্ড্, ঐ স্থানে আমার বাস ছিল।

এই কথা শুনিয়া, আমেরিকার আদিমনিবাসী বলিল, আপনকার স্মরণ হইবে কি না, বলিতে পারি না; কিছু দিন পূর্বে, আমি অতিশয়,

ক্ষুধার্ত হইয়া, এক পান্থনিবাসে গিয়া, সেই পান্থনিবাসের কর্ত্রীর নিকটে আহারপ্রার্থনা করি। তিনি, যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া, আমায় তাড়াইয়া দেন। আমি নিরাশ হইয়া চলিয়া যাই, এমন সময়ে, আপনি দয়া করিয়া, নিজব্যয়ে আহার করাইয়া, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আমি, পান্থনিবাস হইতে, প্রস্থানকালে, আপনাকে বলিয়াছিলাম, আপনি আমার যে উপকার করিলেন, আমি কস্মিন্ কালেও, তাহা বিস্মৃত হইব না। আমি শুনিতে পাইলাম, আপনি নিরুপায় হইয়া, দাসরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য, আমি আপনাকে এখানে আনিয়াছি। ঐ আপনকার বাসস্থান, উহা অধিক দূরবর্ত্তী নহে, আপনি স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করুন। আমি আপনকার নিকট বিদায় লইতেছি। এই বলিয়া, সে প্রস্থান করিল। তিনিও তাহার দয়ায়, দাসত্বমুক্ত হইয়া, নির্বিঘ্নে, আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তির দয়া, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনে, নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসাকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

প্রত্যুপকার

সুপ্রসিদ্ধ রোম নগরে এগ্রিপ্পা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার এক ভৃত্য, তৎকালীন সম্রাট্ টাইবিরিয়সের নিকটে গিয়া, এই অভিযোগ করিল, আমার প্রভু এগ্রিপ্পা, সতত, আপনকার, যার পর নাই, কুৎসাকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সম্রাট শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, রাজভবনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

গ্রীষ্মকালে, মধ্যাহ্ন সময়ে, রৌদ্রে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া, এগ্রিপ্পা পিপাসায় অতিশয় কাতর হইলেন। সেই সময়ে, কেলিগুলা নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভৃত্য থমাষ্টস্ জলের কুজ লইয়া, ঐ স্থান দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। তাহার হস্তে জলের কুজ দেখিয়া, পিপাসার্ত এগ্রিপ্পা তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। সে নিকটবর্তী হইলে, তিনি,

অতি কাতরভাবে, বিনীত বচনে, পানার্থে জলপ্রার্থনা করিলেন। সে সাতিশয় সৌজন্য-প্রদর্শনপূর্বক, জলের কুজটি তাঁহার হস্তে দিল। তিনি, ইচ্ছানুরূপ জলপান করিয়া, পিপাসার শান্তি করিলেন, এবং সাতিশয় প্রীত ও আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, দেখ থমাস্, আজ তুমি আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। যে বিপদে
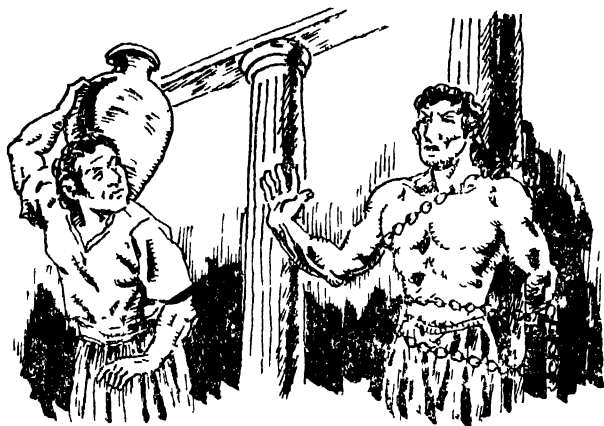
পড়িয়াছি, যদি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাই আমি তোমায় যথোচিত পুরস্কার করিব।

কিছু দিন পরেই, সম্রাট টাইবিরিয়সের মৃত্যু হইল। কেলিগুলা সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই, এগ্রিপ্পাকে কারাগার হইতে মুক্ত ও জুডিয়াপ্রদেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে, অতি উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াও, এগ্রিপ্পা, থমাসের কৃত উপকার ভুলিয়া যান নাই। তিনি থমাস্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং সে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহাকে, উচ্চ বেতনে, স্বীয় সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারের অধ্যক্ষতাপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

প্রত্যুপকার

আলি ইবন্ আব্বস নামে এক ব্যক্তি, মামূন্ নামক খলীফার প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি একদিন অপরাহ্ণে, খলীফার নিকট বসিয়া আছি; এমন সময়ে, হস্তপদবদ্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে

নীত হইলেন। খলীফা, আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি এ ব্যক্তিকে, আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, এবং কল্য আমার নিকটে উপস্থিত করিবে। তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইল, তিনি ঐ ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিয়া, অতি সাবধানে রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম; কারণ, যদি তিনি পলাইয়া যান, আমায় খলীফার কোপে পতিত হইতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনকার নিবাস কোথায়? তিনি বলিলেন, ডেমাস্কস আমার জন্মস্থান; ঐ নগরের যে অংশে বড় মসজিদ আছে, তথায় আমার বাস। আমি বলিলাম, ডেমাস্কস্ নগরের, বিশেষতঃ যে অংশে আপনকার বাস, তাহার উপর জগদীশ্বরের সতত শুভ দৃষ্টি থাকুক। ঐ অংশের অধিবাসী এক ব্যক্তি, এক সময়ে, আমায় প্রাণদান দিয়াছিলেন।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, বহু বৎসর পূর্বে, ডেমাস্কসের শাসনকর্তা পদচ্যুত হইলে, যিনি তদীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন, আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলাম। পদচ্যুত শাসনকর্তা, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রাণভয়ে পলাইয়া, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে প্রবিষ্ট হইলাম, এবং গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া, অতি কাতর বচনে প্রার্থনা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। আমার প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া, গৃহস্বামী আমায় অভয়প্রদান করিলেন। আমি তদীয় আবাসে, এক মাস কাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিলাম।

একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বলিলেন, এ সময়ে অনেক লোক বাগদাদ যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময় পাইবেন না। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না; লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। তিনি, আমার আকার প্রকার দর্শনে, তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থান

দিবসে তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে, আর একটি অশ্বের পৃষ্ঠে খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে, আর পথে আমার পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত, একটি ভৃত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রস্থান সময় উপস্থিত হইলে, সেই দয়াময়, সদাশয় আশ্রয়দাতা, আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন, এবং আমাকে যাত্রীদের নিকটে লইয়া গেলেন, তন্মধ্যে যাহাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, তাহাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়া দিলেন। আমি আপনকার বসতিস্থানে এই সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এজন্য পৃথিবীতে যত স্থান আছে, ঐ স্থান আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

এই নির্দেশ করিয়া, দুঃখপ্রকাশ পূর্বক আমি বলিলাম, আক্ষেপের বিষয় এই, আমি এ পর্যন্ত সেই দয়াময় আশ্রয়দাতার কখনও কোন উদ্দেশ পাইলাম না। যদি তাঁহার নিকট কোনও অংশে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে, মৃত্যুকালে আমার কোনও ক্ষোভ থাকে না। এই কথা শুনিবামাত্র, তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আপনকার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, সে এই। এই হতভাগ্যই আপনাকে, এক মাস কাল, আপন আলয়ে রাখিয়াছিল।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম, সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম, আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলাম; তাঁহার হস্ত ও পদ হইতে লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম, এবং কি দুর্ঘটনাক্রমে তিনি খলীফার কোপে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কতিপয় নীচপ্রকৃতি লোক ঈর্ষ্যাবশতঃ শত্রুতা করিয়া, খলীফার নিকট আমার উপর উৎকট দোষারোপ করিয়াছে, তজ্জন্য তদীয় আদেশক্রমে হঠাৎ অবরুদ্ধ ও এখানে আনীত হইয়াছি, আসিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই, সহজে নিষ্কৃতি পাইব, আমার সে আশা

নাই ; বোধ করি, আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব, আপনকার নিকট বিনীত বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।